পপুলার সিরিজের উনবিংশ সংখ্যা।

শয়তান

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ পাল
প্রণীত।

২য় বর্ষ—৭ম সংখ্যা।

কার্ত্তিক—১৩২৮।

শিশির পাবলিশিং হাউস
কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট,
কলিকাতা।

মূল্য আট আনা।

প্রকাশক—
শ্রীশিশিরকুমার মিত্র, বি-এ,
শিশির পাবলিশিং হাউস
কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা।

প্রিণ্টার—আবদুল গফুর,
নিউ ব্রিটেনিয়া প্রেস,
২৪২-১ নং অপার সারকুলার রোড,
কলিকাতা।

পপুলার সিরিজের

গ্রাহকদিগের নিকট নিবেদন—

পপুলার সিরিজের বইগুলি আরও সুদৃশ্য করিবার জন্ম আমরা বহুদিন হইতেই চেষ্টা করিতেছি। এতদিন পরে আমাদের চেষ্টা সার্থক হইতে চলিল। অতঃপর পপুলার সিরিজের প্রত্যেক বই সচিত্র, ও সুন্দর বাঁধাই হইয়া বাহির হইবে। তাহা ছাড়া আবার সচিত্র প্রচ্ছদ পট থাকিবে। মূল্য সামান্য বাড়িল।

প্রতি সংখ্যা ।।০, সডাক ষাণ্মাষিক ২৸৵০

সডাক বার্ষিক ৫।।০

যাঁহারা দ্বিতীয় বর্ষের গ্রাহক হইয়াছিলেন তাহাদের আর অতিরিক্ত কিছু দিতে হইবে না। যাঁহারা ষাণ্মাসিক গ্রাহক হইয়াছিলেন তাঁহাদের—দ্বিতীয় বর্ষের দ্বিতীয় ষাণ্মাসিকের জন্য ২৸৵০ দিতে হইবে।

আমাদের অনুরোধ ঐ মূল্যের অন্যান্য সংস্করণের সঙ্গে আমাদের সংস্করণ মিলাইয়া দেখুন।

উপন্যাস ও পপুলার সিরিজের

নূতন পর্য্যায়

ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস

প্রকাশকের নিবেদন—

আড়াই বৎসর পূর্ব্বে আমরা উপন্যাস সিরিজ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। অনেক আশা লইয়াই আমরা এ কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলাম। বাঙ্গালা ভাষার শ্রেষ্ঠ উপন্যাস-গুলিই উপন্যাস সিরিজে প্রকাশিত হইবে—এই ছিল আমাদের লক্ষ্য। এই উদ্দেশ্য সাধনে এ যাবতকাল আমরা যে অর্থব্যয়, চেষ্টা ও যত্নের ত্রুটী করি নাই, সাহিত্যিক মাত্রেই তাহার সাক্ষ্য দিবেন। কিন্তু তথাপি ফল যে আশানুরূপ হয় নাই এ কথা সর্ব্বাগ্রে আমরাই স্বীকার করিয়াছি ও এখনও করি-তেছি।

প্রকাশক চেষ্টা, যত্ন ও অর্থব্যয় করিতে

পারে, কিন্তু লেখা লেখকদের হাতে, তাই লেখা সম্বন্ধে যে অল্প বিস্তর ক্রুটী রহিয়া গিয়াছে তাহা প্রকাশকের যত্ন চেষ্টা ও সাধ্যের বাহিরে—প্রকাশকের সে বিষয়ে কোন হাত নাই। তাহার উপর দৈব দুর্ব্বিপাক। আমরা কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে না হইতেই কাগজ দুর্ম্মূল্য হইয়া উঠিল, প্রেসের দর ও বাঁধাই খরচ বাড়িয়া গেল—বস্তুতঃ এমন এক সময় আসিয়াছিল যখন আমাদের অনেক শুভানুধ্যায়ীই এই কার্য্য বন্ধ করিয়া দিতে আমাদিগকে অনুরোধ করিয়াছিলেন।—কিন্তু তথাপি আমরা তাহা করি নাই, এবং অনেক ঝড় তুফান অতিক্রম করিয়া উপন্যাস সিরিজের আজ তৃতীয় বৎসর চলিতেছে।

এই তৃতীয় বৎসরে আমাদের মনে হইতেছে আর একবার প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া দেখা যাউক, গ্রাহকদের ঠিক আশানুরূপ বই বাহির করিতে পারা যায় কিনা।

এতদিনের অভিজ্ঞতায় আমরা এইটুকু বুঝিয়াছি পাঠকেরা এমন উপন্যাস চান যাহা পড়িতে তাঁহাদের ক্লান্তি হয় না, অবসাদ আসে না। এই মাপ কাটিতে যদি আমরা আমাদের উপন্যাসগুলি মাপিতে আরম্ভ করি —তবে আমরা দুই রকম উপন্যাস দেখি। এক রকম উপন্যাস—যাহাতে ঘটনাবৈচিত্র্য অল্প, কিন্তু ভাব ভাষা ও বলিবার ভঙ্গিতে, মনঃস্তত্ত্বের নিভুর্লতায় যাহা প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত পাঠককে মুগ্ধ করিয়া রাখে। এই ধরণের উপন্যাস লিখিয়া শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যশস্বী হইয়াছেন। আর এক রকম উপন্যাস, যাহাতে মনঃস্তত্ত্ব, কিম্বা ভাব ভাষার ততটা বাহাদুরী নাই, কিন্তু ঘটনা বৈচিত্র্যে লেখক গোড়া হইতে শেষ পর্য্যন্ত পাঠককে স্তব্ধ করিয়া রাখেন। এই ধরণের উপন্যাস বাঙ্গালা ভাষায় খুবই কম দেখা যায়। শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় এই ধরণের গল্প

লিখিয়াই যশস্বী হইয়াছেন। এই দুইয়ের সংমিশ্রণে যে উপন্যাস, অর্থাৎ যাহাতে মনঃস্তত্বও আছে, ঘটনাবৈচিত্র্যও আছে—এরূপ উপন্যাস বাঙ্গালা ভাষায় একরূপ নাই বলিলেই চলে। স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস-গুলিতে আমরা মনঃস্তত্ব ও ঘটনাবৈচিত্র্য দুইই দেখিতে পাই, বঙ্কিমচন্দ্র তাই পাঠককে মুগ্ধ ও স্তব্ধ করিয়া রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইহা ছাড়াও আর এক শ্রেণীর উপন্যাস আছে—যাহাকে হাস্যরসাত্মক উপন্যাস বলা যায়। এই ধরণের উপন্যাসও বাঙ্গালা সাহিত্যে বড় একটা দেখা যায় না। যেগুলি আছে তাহাদের মধ্যে আমাদের প্রকাশিত শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ পাল প্রণীত 'পাড়া কুঁদুলী'ই উল্লেখ যোগ্য।

যত রকম উপন্যাসের নাম করিলাম তাহার মধ্যে প্রথম শ্রেণীর উপন্যাসই বাঙ্গালা ভাষায় বেশী দেখা যায়। বস্তুতঃ আমাদের উপন্যাস সিরিজে এ যাবতকাল এই শ্রেণীর

উপন্যাসই বাহির হইয়াছে। এই শ্রেণীর উপন্যাসের কেন যে বাঙ্গালা ভাষায় এত প্রসার হইতেছে তাহা জানি না। হয়ত বাঙ্গালী ভাব প্রবণ বলিয়াই কিংবা অন্য কোন কারণ আছে। তবে আমরা দেখিতে পাই পাঠক অন্য শ্রেণীর উপন্যাস পাইলেও কিছু কম সন্তুষ্ট হন না। তাই আমরা আজ উপন্যাস সিরিজে ঘটনা বৈচিত্র্যময় উপন্যাস প্রকাশ করিতে উদ্যোগী হইয়াছি।

এক্ষণে আমাদের একটা বক্তব্য আছে। এই ভাল হওয়া কি মন্দ হওয়া তাহা সম্পূর্ণ গ্রন্থকারের হাতে। কিন্তু অনেক সময় পাঠকেরা সে সম্বন্ধে প্রকাশকদিগকেও দায়ী করেন। আমরা অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়াও এতকাল স্থির করিতে পারি নাই, আমাদের যথেষ্ট চেষ্টা ও যত্ন সত্বেও কি করিয়া এতদিন যেরূপ করিয়া আসিয়াছি তাহা অপেক্ষা পাঠকদিগের আরও মনস্তুষ্টি করিতে পারিব। এখন আমাদের মনে হয়, ঘটনা বৈচিত্র্যময়

প্লট ও ভাব দিয়া লেখককে সাহায্য করিলে লেখক হয়ত এই দ্বিতীয় শ্রেণীর খুব ভাল উপন্যাসই লিখিতে পারেন—এবং সে রকম উপন্যাস পাঠকদের যে খুবই তৃপ্তিজনক হইবে তাহাতেও কোন সন্দেহ নাই।

বাঙ্গালা দেশের সাহিত্যিকবৃন্দের নিকট আমাদের এক নিবেদন আছে। এইরূপ ডিটেক্‌টিভ কিম্বা ঘটনাবৈচিত্র্যময় উপন্যাসের নাম শুনিলেই তাঁহারা নাসিকা কুঞ্চিত করেন। কিন্তু কেন যে করেন তাহার কারণ আমরা এখন পর্য্যন্তও ভাবিয়া স্থির করিতে পারি নাই। অবসন্ন মস্তিষ্ককে কিঞ্চিৎ বিশ্রাম দেওয়া, গুরুতর কার্য্যের পর অপেক্ষাকৃত লঘু সাহিত্য সেবায় চঞ্চল মনকে কিছুকাল স্বাস্থ্যকর খোরাক সরবরাহ করা—লঘু সাহিত্যের এই ত উদ্দেশ্য—আমাদের জানা ছিল। উপন্যাসকে সকলে লঘু সাহিত্যই বলিয়া থাকেন। তাহাই যদি হয় তবে উপন্যাসের মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়া উচিত তারা-

ক্লান্ত মস্তিষ্ককে যথাসাধ্য বিশ্রাম দেওয়া, গুরুপাক ভোজন না করাইয়া অপেক্ষাকৃত লঘু ও পুষ্টিকর খাদ্য দেওয়া, কিছুকালের জন্য নির্দ্দোষ আমোদ দেওয়া ; আর গৌণ উদ্দেশ্য —যাহাতে মন উন্নত হয়, তাহার দিকেও দৃষ্টি করা। শুধু এই গৌণ উদ্দেশ্যের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া উপন্যাস লিখিলে তাহা সাহিত্য হয়, উপন্যাস হয় না, কিন্তু গৌণ উদ্দেশ্যের অবমাননা না করিয়া শুধু মুখ্য উদ্দেশ্যের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া উপন্যাস লিখিলে তাহাও উচ্চশ্রেণীর সুখপাঠ্য উপন্যাস হয়।

এখন হইতে উপন্যাস সিরিজে যে সকল পুস্তক বাহির হইবে, সেগুলি যাহাতে সুখ-পাঠ্য হয় ইহাই থাকিবে আমাদের প্রধান লক্ষ্য। মনস্তত্ত্ব পূর্ণ সামাজিক উপন্যাস যদি প্রথম শ্রেণীর পাই তবেই এই সিরিজে ছাপান হইবে।

হাস্য রসাত্মক লঘু উপন্যাস যত বেশী সংখ্যক প্রকাশিত হয় তাহার দিকেই

আমাদের বিশেষ লক্ষ্য থাকিবে। এই সব উপন্যাস না পাইলে আমরা ঘটনা বৈচিত্র্যময় রোমাঞ্চকর উপন্যাস প্রকাশিত করিয়া পাঠকগণের তৃপ্তিসাধন করিতে চেষ্টা করিব।

এতগুলি কথা লেখার আবশ্যক হইত না। কিন্তু যে ধরণের পুস্তক আমরা বাহির করিতে যাইতেছি সে ধরণের পুস্তক এ যাবতকাল বাজারে কেহই বাহির করেন নাই। ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস বলিতে তথা কথিত ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস বলিয়া বাজারে প্রচলিত কয়েকখানি কুরুচিপূর্ণ বইই বুঝায়, কিন্তু আমাদের এ বইগুলি সে ধরণের হইবে না। অধুনা ইংলণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে ডিটেক্‌টিভ গল্পকে তাহারা এক উচ্চ-দরের সাহিত্য করিয়া তুলিয়াছে, আমাদের এ সব বইতেও সেই সবের যাহা কিছু ভাল তাহা লইতে দ্বিধা বোধ করিব না, এবং মনে হয় মোটের উপর আমাদের বইও সে সকল দেশের বইয়ে অপেক্ষা নিতান্ত নিকৃষ্ট হইবে না।

উপন্যাস ও পপুলার সিরিজের বইগুলির জন্য এই যে আয়োজন করিতেছি আশা করি, পাঠকেরা তাহা অনুমোদন করিবেন। ইহা ছাড়া বইগুলির বহিসৌন্দর্য্যও যাহাতে পূর্ব্বাপেক্ষা শতগুণ মনোরম হয় তাহারও আয়োজন করা হইয়াছে। প্রত্যেক বইতে অনেকগুলি করিয়া রঙিন ও একরঙা ছবি থাকিবে। তাহা ছাড়া সচিত্র প্রচ্ছদ পট থাকিবে—বাঙ্গালা দেশে ইহা সম্পূর্ণ নূতন।

আমাদের আর এক নিবেদন। পড়িয়া দেখুন—আমাদের বই লইয়া বাজারে মিলাইয়া দেখুন—এত অল্প মূল্যে এমন সুন্দর, সুদৃশ্য, বই বিদেশী কোন প্রকাশকও দিতে পারিয়াছেন কি না।

উপন্যাস ও পপুলার সিরিজের আরও প্রচলনের জন্য এই যে বিরাট আয়োজন হইয়াছে ইহার সফলতা নির্ভর করে পাঠক-বর্গের সহানুভূতির উপর। আশা করি—পাঠকবর্গের নিকট সে সহানুভূতি হইতে আমরা বঞ্চিত হইব না।



সেই চুল ক'গাছি পরাইয়া শোঁকাইয়া নাকে লাগাইয়া পরীক্ষা করিতে লাগিল।”

শ্মশান—২৯ পৃ

শয়তান

—:*:—

(১)

শীতের রাত্রে এমন বৃষ্টি আমি তো বহুদিন দেখি নাই। বৃষ্টির বড় বড় ফোঁটা—জানালা দরজার উপর প্রবলবেগে পড়িতেছে—তাহার উপর হাওয়াও সাঁই সাঁই শব্দে চলিতেছে। মাঘ মাস—রাত্রি তখন বোধ হয় দশটা। কলিকাতার রাস্তা ঘাট ইহারই মধ্যে লোক শূন্য—বৃষ্টির ঝুপ ঝাপ্ শব্দ ব্যতীত চারিদিক একেবারে নীরব নিস্তব্ধ। আমি একখানা উপন্যাস নিবিষ্টচিত্তে পাঠ করিতেছিলাম—আর আমারই সম্মুখে শয্যার উপর বালিশে ঠেস দিয়া অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় প্রশান্ত চোর ডাকাত সম্বন্ধীয় একখানা প্রকাণ্ড মোটা বইএর পাতা উল্টাইতেছিল। সহসা প্রশান্ত পুস্তক হইতে মুখ তুলিয়া বলিল,—"বিমল আর

বাহির করিলে আর তাহার সবুর সহিত না। মুখ হইতে যখন তাহার বাহির হইয়াছে মাংস নামাও তখন আর কি রক্ষা আছে? কাজেই আমাকে বাধ্য হইয়া পুস্তক বন্ধ করিতে হইল। গৃহের এককোণে ইক্‌মিক কুকার জ্বলিতেছিল—আমি মাংস নামাইবার জন্য তাহার নিকট গিয়া উপস্থিত হইলাম। স্পিরিট ল্যাম্পটা নিভাইয়া দিয়া বেশ একটু বিরক্ত স্বরে বলিলাম,—"এই যে তোমার একটা স্বভাব, মুখ থেকে কথা বের কর্‌লে, আর এক মিনিট সবুর সয় না—এটা কিন্তু ভারি খারাপ। এ স্বভাবটা কিন্তু তোমার বদ্‌লানো উচিত। তা তোমার বদ্‌লাবে আর কেমন করে। বিয়ে থা যদি কর্ত্তে তা'হলে স্বভাবগুলো একটা রাস্তায় পড়ে আপনি সোজা হয়ে আস্‌তো—কিন্তু তা যখন কর্‌লে না তখন কি আর তোমার স্বভাব বদ্‌লায়। আমার পরামর্শ যদি শোন তো বলি এখন সময় আছে—এখন একটা বিয়ে

কর! এ সব গোয়েন্দা ফোয়েন্দাগিরী ছাড় —এতে লাভ কি বল তো?"

প্রশান্ত গম্ভীরভাবে বলিল,—"আনন্দ! নাও ভাই তুমি মাংসটা টেনে নিয়ে এস দেখি। তারপর তোমাকে বোঝাচ্ছি এতে লাভালাভ কি?

বামুন ঠাকুর আমাদের রাত্রের আহারীয় সামগ্রী গৃহের একপার্শ্বে ঢাকা দিয়া রাখিয়া বহুক্ষণ বাড়ী চলিয়া গিয়াছিল,—প্রশান্ত আহারীয় সামগ্রীর সম্মুখে বসিয়া ঢাকা খুলিতে খুলিতে বলিল,—"এস আর দেরী নয় আহারে মনোনিবেশ করা যাক্। শুধু এই টুকু মনে রেখ পৃথিবীতে মানুষ যা কিছু করে তা শুধু এই আহারের জন্যে।"

আমি মাংসের পাত্রটা প্রশান্তের সম্মুখে রাখিয়া আহারে বসিয়া গেলাম! প্রশান্ত তাহার আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবের শত অনুরোধ সত্ত্বেও আজও বিবাহ করে নাই কিন্তু আমি

শয়তান

আজ তিন চার বৎসর হইল বিবাহ করিয়াছি। কাজ কর্ম্ম বিশেষ কিছুই করি না—বাবা যাহা রাখিয়া গিয়াছেন—তাহাতেই সংসার বেশ সচ্ছলতার সহিত চলিয়া যাইতেছে—বাবা যাহা রাখিয়া গিয়াছেন তাহাতে কাজ কর্ম্ম করিবার মত আমাকে একেবারেই রাখিয়া যান নাই। আমার অবস্থার অপেক্ষা প্রশান্তের অবস্থা আরোও ভাল—সে পিতার একমাত্র সন্তান—তাহার পিতা তাহার জন্য যাহা রাখিয়া গিয়াছেন তাহা যথেষ্ট নহে—প্রশান্ত চিরকালই খেয়ালী। বাল্যকাল হইতেই তাহার কি যে এক খেয়াল ডিটেক্‌টিভ হইব—কাজেও সে তাহাই হইয়াছে। দেশে নাম মাত্র কখন কদাচিত যায়—দেশে যাহা কিছু নায়েবের উপরই সম্পূর্ণ ভার। কলিকাতায় এক বাড়ী কিনিয়া—চাকর বামুন রাখিয়া সে বেশ আরামে দিন কাটাইতেছে। দরজার পার্শ্বে পাথরের

ট্যাবলেটের উপর বড় বড় অক্ষরে লিখিয়া রাখিয়াছে—প্রশান্ত বোস—প্রাইভেট্ ডিটেক্-টিভ্। আজ বোধ হয় পাঁচ সাত বৎসর সে এই কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছে—ইহারই মধ্যে সে পসার যথেষ্ঠ করিয়া ফেলিয়াছে। পুলিশের বড় সাহেব হইতে রাস্তার কনেষ্টবল পর্য্যন্ত তাহার পরিচিত—তাহারা সকলেই তাহাকে বিশেষ খাতির করে। প্রশান্ত তো বেশ আরামে নিশ্চিন্ত হইয়া দেশের মায়া কাটাইয়া কলিকাতায় আসিয়া বসিয়াছে কিন্তু আমি বিবাহ করিয়া সংসারী হইয়াও প্রশান্তের মায়া কাটাইতে পারি নাই। একটু ফাঁক্ পাইলেই কলিকাতায় আসিয়া তাহার আড্ডা জম্-কাইয়া বসি এবং বেশ কিছুদিন নিশ্চিন্তে কলিকাতায় কাটাইয়া দিয়া যাই। এই-ভাবে আজ তিন চার বৎসর আমার চলিয়া আসিতেছে। সত্যকথা বলিতে কি—প্রশান্তের নিকট থাকিতে আমি বেশ একটু আনন্দ

পাই। আমার আহার প্রায় শেষ হইয়া আসিয়া ছিল—প্রশান্ত খানিকটা মাংস আমার পাতে ঢালিয়া দিয়া বলিল,—"তোমরা সব শুধু বিয়ে কত্তেই পার—খাবার যোগ্যতাটা পর্য্যন্ত নেই। আরো খানিকটা মাংস খাও।"

প্রশান্ত খাইত রাক্ষসের মত—তাহার গায়ে বলও ছিল অসুরের মত। আমি বলিলাম,—"ওই যে বল্লুম—তোমার সবই বাড়াবাড়ি—কাজেই তোমার সঙ্গে সাধারণ মানুষের পেরে ওটা অসম্ভব।"

ঝন্‌ঝন্ করিয়া বাহিরের কড়া নড়িয়া উঠিল। আমরা অবাক্ হইয়া পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে চাহিলাম। প্রশান্ত আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল,—"এত রাত্রে আবার কোন অতিথির শুভাগমন! ভাগ্যিস্ আহারটা শেষ করে ফেলা গেছে নইলে এখনি ভাগীদার হ'য়ে ছিল আর কি?"

এই জল বৃষ্টি মাথায় করিয়া এত রাত্রে কে আবার আসিল ভাবিয়া আমি বেশ একটু অবাক হইয়া গিয়াছিলাম,—বেশ একটু বিকৃত স্বরে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"এত রাত্রে —এই বৃষ্টিতে এ লোকটা চায় কি ?"

প্রশান্ত মৃদু হাসিয়া উত্তর দিল,—"চাইবে আবার কি ? চায় আমাদের। সে যেন হ'লো কিন্তু চাকরটার নাক ডাকার শব্দ আমরা স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি—কিন্তু এইটুকুই আশ্চর্য্য যে ও বেটা এই কড়া নাড়ার শব্দ একটুও পাচ্ছে না।"

আমি গম্ভীরভাবে বলিলাম,—"এর ভেতর আশ্চর্য্য তুমি কোনখানটায় দেখ্‌লে—এইটাই হ'লো সনাতন নিয়ম। মানুষ ঘুমুলে তার সাড়া যারা জেগে থাকে তারা বেশ শুনতে পায়—কিন্তু যে ঘুমোয় সে কোন শব্দই শুনতে পায় না।"

বাহিরের দরজায় কড়া তখন পর্য্যন্ত

সমানভাবে নড়িতেছিল, প্রশান্ত বলিল,—"তাই যদি সনাতন নিয়ম হয় তা'হলে না হয় তাই হক্। কিন্তু দরজার কড়া দু'টো যে ভেঙ্গে ফেল্লে—তোমার তো খাওয়া শেষ হয়েছে তুমিই না হয় বন্ধু, যাও—দেখ—এ দুর্য্যোগের অতিথিটি কে—আমি ততক্ষণ চট্ করে আহারটা সেরে নিই।"

আমি আর বাক্যব্যয় না করিয়া উঠিয়া পড়িলাম। এ দুর্য্যোগে যিনিই আসুন তাঁহার যে বিশেষ প্রয়োজন তাহাতে সন্দেহের কিছু থাকিতেই পারে না—এ অবস্থায় দোর খুলিতে বিলম্ব করা একেবারেই যুক্তিযুক্ত নহে। আমি তাড়াতাড়ি নীচে গিয়া বাহিরের দরজা খুলিয়া ফেলিলাম। দরজার বাহিরে দাঁড়াইয়া যিনি এরূপ প্রবল ভাবে কড়া নাড়িতেছিলেন তিনি আমাদের সম্পূর্ণ পরিচিত। নাম হীতেন্দ্র—ইনি কলিকাতায় ডিটেক্‌টিভ্ পুলিশের একজন

কর্ম্মচারী। দরজা খুলিতেই বলিয়া উঠিলেন, —"এই যে মিষ্টার রায়—বোস সাহেব আছেন তো ?"

আমি কোন উত্তর দিবার পূর্ব্বেই প্রশান্ত উপর হইতে চীৎকার করিয়া বলিল,—"এস ভাই ওপরে—আমি একটু ব্যস্ত আছি।

হীতেন্দ্রবাবু আর কোন কথা বলিলেন না আমি পিছনে পিছনে উপরে উঠিয়া আসিলাম। প্রশান্ত তখন আহার শেষ করিয়া উঠিয়াছিল, —তাড়াতাড়ি হাত মুখ ধুইয়া,—একখানা তোয়ালেতে মুখ হাত মুছিতে মুছিতে বলিল,— "তারপর হীতেন্দ্র—এই চেয়ারখানিতে বেশ জুত করে বোস তারপর এই নাও গোটা দুই সিগারেট বেশ ভাল করে টেনে একটু গরম হও—এই দুর্য্যোগে মানুষে কখন বাড়ী থেকে বেরোয়।"

হীতেন্দ্র সিগারেটের কৌটা হইতে একটা সিগারেট বাহির করিয়া সেইটাতে অগ্নি

সংযোগ করিতে করিতে বলিল,—"কথা সত্যি বটে—কিন্তু জানইতো ভাই আমরা পরের গোলাম—আমাদের কি আর ঝড় বৃষ্টি বাছ্‌তে গেলে চলে। সেই বেলা নয়টার সময় বেরিয়েছি—এখন পর্য্যন্ত একটু নিঃশ্বাস ফেল্‌বার অবসর পাইনি।"

প্রশান্ত তখন সিগারেটে প্রচণ্ড টান মারিতেছিল—এক মুখ ধোঁয়া ছাড়িয়া দিয়া বলিল,—"তাই নাকি? তাহ'লে তো ব্যাপার দেখ্‌ছি গুরুতর। ব্যাপার কি? কোথায় সঙ্গিন কিছু ঘটেছে নাকি?"

হীতেন্দ্র মাথা নাড়িয়া বলিল,—"সঙ্গিন তো বটে—তবে এটা যেন বিশেষ সঙ্গিন বলেই মনে হচ্ছে। বেলা বারটার সময় আমাদের আফিসে সংবাদ আসে যে হুগ্‌লীতে আজ সকালে একটী লোক খুন হয়েছে—কিন্তু লোকটাকে যে কে খুন করেছে পুলিশ তার কিছুই স্থির করে উঠ্‌তে পাচ্ছে না।

সাহেব আমাকে ডেকে এই মামলার তদন্তের ভার আদেশ কল্লেন। সাহেবের আদেশ পেয়ে তখনই আমি হুগলীতে রওনা হই। ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে আগাগোড়া সমস্ত তদন্ত করে আমি মাথা মুণ্ডু কিছুই বুঝতে পাল্লুম না। এ ব্যাপারের সব চেয়ে আশ্চর্য্য হচ্ছে এইটুকু যে এ খুনের কোন উদ্দেশ্য নেই। একটা লোক খুন হয়েছে সেটা ঠিক —কিন্তু আমি সব দিক দিয়ে সব রকম করে অনুসন্ধান করেও এই খুন করবার কারণটা যে কি তা কিছুতেই ঠাওর কর্ত্তে পাল্লুম না। ব্যাপার যা হয়েছে সাহেবকে এসে আগাগোড়া রিপোর্ট দিলুম- সাহেব বল্লেন যাও বোস সাহেবের সঙ্গে পরামর্শ করগে যাও। তাই ভাই আবার এই রাত্রে তোমার কাছে ছুটে আসতে হ'লো। তোমার তো ভাই এ সব ব্যাপারে অসাধারণ শক্তি। দেখ যদি কিছু কর্ত্তে পার।"

প্রশান্তের মুখ হইতে তখন সিগারেটের ধোয়া অনাবরত বাহির হইতেছিল,—সে সিগারেটটা মুখ হইতে বাহির করিয়া—একটা বালিসে ঠেস দিয়া গম্ভীর ভাবে বলিল,—"তা হ'লে শোনা যাক ব্যাপারটা কি ?"

হীতেন্দ্র ঘাড় নাড়িয়া বলিল,—"ব্যাপারটা যা তাতে কোন গোলযোগ নেই, সেটা আগাগোড়াই পরিস্কার। আমি তদন্ত করে যেটুকু জেনেছি,—তা হচ্ছে এই। আজ ক'বছর হ'লো গুণেন্দ্র ভূষণ চট্টোপাধ্যায় নামে একটী ভদ্রলোক হুগলীতে এই বাড়ীটি খরিদ করে বাস কচ্ছেন। বাড়ীটি একেবারে গঙ্গার ওপরে—সামনে একটু বাগান মত আছে। আশেপাশে বড় একটা লোকের বাস নেই। বাড়ীটি ছোট বটে কিন্তু স্থানটী বড় চমৎকার। গঙ্গা একেবারে গা দিয়ে বেয়ে চলেছে—চারদিকে ফুলের বাগান-মোটের ওপর বাসের পক্ষে যে খুবই আরাম

জনক তাতে সন্দেহ করবার কিছু নেই। গুণেন্দ্রবাবুর বয়স যথেষ্ট হয়েছে সত্তোরের কম নয়। তার ওপর তিনি বাতে পঙ্গু। উত্থানশক্তি একবারে রহিত বল্লেই হয়। অতিকষ্টে লাঠিতে ভর দিয়া কখন কদাচিত তাঁর বাটীর সম্মুখের বাগানটীতে একটু আদটু পায়চারী করেন—বাকি সময় বিছানায়ই পড়ে থাকেন। পাড়ার লোকেরা গুণেন্দ্রবাবুকে বিশেষ শ্রদ্ধার চোখেই দেখে। তারা বলে গুণেন্দ্রবাবুর মত লোক পৃথিবীতে খুব কমই দেখ্‌তে পাওয়া যায়—তিনি কারোর কোন সংস্রবে থাকেন না—অথচ পাড়া প্রতিবাসির উপকার যতটুকু পারেন ততটুকু কর্ত্তে ছাড়েন না। তাঁর ছেলে মেয়ে স্ত্রী পরিবার কেউ নেই। থাক্‌বার মধ্যে তাঁর বাড়ীতে আছে —একটী পরিচারিকা—একটী বামুন ও একটী চাকর। প্রায় বছর থানেক হোলো— গুণেন্দ্রবাবুর পুরোন সরকারটী চলে যাওয়ায়

তাঁর একটী সরকারের আবশ্যক হয়। সেই সময় উপর্য্যুপরি তুইজন সরকার তিনি বাহাল করেন,—কিন্তু তাদের কাজ তাঁর মনোপূত না হওয়ায় তিনি তাঁদের তুইজনকেই উপর্য্যপরি বিদায় দেন। তারপর মতিলাল বলে একটী লোককে বাহাল করেন,—সেই এই এক বৎসর তাঁর কাছে কাজ কচ্ছিল। সেই আজ সকালে যে ঘরে বসে সে তার খাতাপত্র লিখ্‌ত সেইখানে হত হয়েছে। সন্ধান নিয়ে জেনেছি—লোকটা নাকি সত্যই খুব ভাল লোক ছিল। বড় একটা কারুর সঙ্গে মেলামেশা কর্ত্ত না—নিজের কাজেই সে সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকতো। এমন লোক যে কেমন করে খুন হ'লো এইটুকুই আশ্চর্য্য ”

মাঝে বৃষ্টির বেগটা একটু কমিয়াছিল—হাওয়াটাই প্রবল বেগে বহিতেছিল—আবার বৃষ্টি প্রবল বেগে আরম্ভ হইল—তাহার সহিত

চাওয়ারও মাতামাতি তেমনি বাড়িয়া উঠিল। প্রশান্ত একটু উচু হইয়া বসিয়া আবার একটা সিগারেট ধরাইতে ধরাইতে বলিল,—"হু—তারপর?"

হীতেন্দ্র বলিতে লাগিল,—"পৃথিবীতে তুমি এমন একটী বাড়ী আর বোধ হয় কোথায় দেখ্‌তে পাবে না। বাহিরের সঙ্গে এদের সম্পর্ক ছিল না বল্‌লেই হয়। তুমি শুন্‌লে ভাই আশ্চর্য্য হয়ে যাবে যে কেন সাত দিনের ভেতর বাগানের মালি ছাড়া বাড়ীর অপর আর একজনও কেউ বাগানের বাহিরে পাটি পর্য্যন্ত দেয়নি। মালি কেবল বাজার হাট কর্ত্তে দু'একবার বাড়ীর বাহিরে গেছে এই যা। মালির ঘর বাগানের এক কোণে—বাড়ীখানা থেকে এক হাতেরই মধ্যে হবে। মালী অনেক দিনের লোক—গুণেনবাবুর বিশেষ বিশ্বাসী।"

প্রশান্ত খুব খানিকটা সিগারেটের ধোঁয়া

মুখ হইতে ছাড়িয়া দিয়া দুইটা তুড়ি দিয়া বলিল,—"হুঁ——বুঝ্‌লুম্—তারপর বলে যাও।"

ঘড়ীতে টন্ টন্ করিয়া এগারটা বাজিয়া গেল—হীতেন্দ্র বলিতে লাগিল,—"গুণেন বাবুর চাকর সাক্ষ্য বা এজাহার দিয়েছে—এইবার আমি তোমাকে সেইটা বল্‌বো—সেইটা শুন্‌লে ব্যাপারটা যা তা তুমি অনেকটা বুঝ্‌তে পার্ব্বে। আর সে ছাড়া বিশেষ কেউ কিছু বল্‌তেও পারে না—তার মুখেই যা একটু আধটু জানা গেছে। ভোর ছ'টা সাড়ে ছ'টার সময় সে উঠোন ঝাট্ দিচ্ছিল। গুণেনবাবু তখন উঠেননি। তিনি খুব বেলায় ঘুম থেকে উঠ্‌তেন। বামুন ঠাকুর—রান্নাঘরে—রান্নার জোগাড় কচ্ছিল। মতিলাল—তখনও তার শোবার ঘর থেকে বার হয়নি। শ্যামা আপন মনে উঠান ঝাট দিচ্ছিল—সেই সময় মতিলাল তার শোবার ঘর থেকে বের হয়ে

যে ঘরে সে খাতাপত্র রাখ্‌তো সেই ঘরের ভিতর ঢোকে। মতিলাল সে তার শোবার ঘর থেকে বেরিয়ে ঘরখানার ভেতর প্রবেশ করে শ্যামা দরজা খোলার শব্দে সেটুকু জান্‌তে পারে। তারপর মুহূর্ত্তেই সেই ঘর থেকে এক বিকট আর্ত্তনাদ সে শুন্‌তে পায়। সে শব্দ এমনি হৃদয় বিদারক যে তা পুরুষের কি স্ত্রীলোকের তা সে ঠিক বল্‌তে পারে না। হঠাৎ সেই শব্দে সে প্রথম একেবারে হতভম্ব হয়ে যায়—তারপর সে ঝাটা ফেলে দপ্তর খানার দিকে ছুটে যায়। দপ্তরখানার ভেতর থেকে সে দেখে মতিলাল ঘরের মেঝের ওপর আড় হয়ে পড়ে আছে—তার চোখের তারা দুঠো ওপরে উঠে গেছে। প্রথম সে কোন আঘাতের চিহ্ন দেখ্‌তে পায় না। কিন্তু মতিলালকে ধরে তুল্‌তে গিয়ে সে দেখে —তার গলার এক পাশে একটা স্থান ছেঁদা হয়ে গেছে—আর সেইখান দিয়ে ভলকে

ভলকে রক্ত বার হচ্ছে। এই দেখে সে ভয়ে একেবারে কাট হয়ে যায়। মতিলাল যে খানে পড়েছিল তার পাশেই সে দেখে দপ্তরখানার টেবিলে যে ছুরিখানা থাকৃতো সে খানা পড়ে আছে—তার ফলাই একেবারে রক্তে লাল। এই অবস্থা দেখে সে ভেবেছিল মতিলাল মারা গেছে—কিন্তু তখন পর্য্যন্ত সে মরেনি। সে সেই সময় একবার পড়ে ওঠে—বিকৃত কণ্ঠে বল্লে—"কর্ত্তাবাবু—কর্ত্তাবাবু—সেই স্ত্রীলোকই"—তারপরই সব শেষ হয়ে যায়। মতিলালকে কথা বল্‌তে দেখে শ্যামা চীৎকার করে বামুনঠাকুরকে ডাকে। বামুনঠাকুরও সেইসময় সেইখানে এসে উপস্থিত হয়—তখন তারা দু'জনে মিলে মতিলালের মুখে জলের ঝাপ্‌টা টাপ্‌টা বিস্তর দেয়—কিন্তু তাতে কোন ফলই হয় না। ওই কথা কটা বল্‌বার সঙ্গে সঙ্গেই মতিলালের প্রাণ বায়ু বেরিয়ে যায়। শ্যামা বলে

মতিলাল নাকি আর কি বল্‌বার চেষ্টা করে —ডান হাতখানা নাকি একবার উঁচু করে তোলে—কিন্তু তার মুখ দিয়ে আর কথা বার হয় না। শ্যামাবাবুকে খবর দেবার জন্যে ছুটে বাবুর ঘরে যায়—ঘরে গিয়ে সে দেখে —বাবু বিছানার ওপর উঠে বসেছেন। শ্যামাকে ঘরের ভেতর ঢুক্‌তে দেখে তিনি মহা বিচলিত স্বরে জিজ্ঞাসা করেন,— "ব্যাপার কি ?" শ্যামাবাবুকে আগাগোড়া ব্যাপার তা বলে—গুণেনবাবু চাকরের মুখে সরকারবাবু খুন হয়েছে শুনে ওঠ্‌বার চেষ্টা করেন—কিন্তু বাতে তাঁর এমনি অবস্থা যে একজনের সাহায্যে ব্যতীত তাঁর উঠে দাঁড়ান অসম্ভব। তিনি উঠ্‌তে গিয়ে সেইখানেই পড়ে যান। তিনি নিজেকে একটু সাম্‌লে নিয়ে তখনই থানায় জানিয়ে দিয়ে সংবাদ পাঠান। সংবাদ পেয়ে থানার সব ইনিস্পেক্‌টার—একজন জমাদার ও দু'জন

কনেষ্টবল নিয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন। তারপর ঘণ্টা চার পাঁচ পরেই আমি গিয়ে গুণেনবাবুর বাড়ী উপস্থিত হই। আমি যখন গিয়ে সেখানে উপস্থিত হই তখন পর্য্যন্ত একটী জিনিষও নড়ান হয়নি। আমি সে-খানে গিয়ে প্রথমই হুকুম দিই বাড়ীর যেখানে যে আছে—সে যেন সেইখানেই থাকে—এদিক ওদিক না করে। আমি তারপর গুণেনবাবুর সঙ্গে দেখা করি—তিনি তখনও বিছানায় পড়ে ছিলেন—তিনি বলেন,—হঠাৎ একটা বিকট চীৎকারে তাঁর তন্দ্রা ভেঙ্গে যায়—তিনি তাড়াতাড়ি উঠে বসেন। কি হয়েছে জান্‌বার জন্যে তিনি উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করেন—কিন্তু কৃতকার্য্য হ'ন নাই। কাজেই সেই বিকট চীৎকার শোনা ছাড়া তিনি আর বিশেষ কিছুই জানেন না। তিনি যতদূর জানেন—তাতে মতিলালের যে কোন শত্রু ছিল—এমন বলে তো তার মনে হয়

না। মতিলাল মারা যাবার ঠিকপূর্ব্ব মূহুর্ত্তে যে যে কথা কয়টী বলে ছিল সে সম্বন্ধে তিনি বলেন; এ কথা তাঁকে জিজ্ঞসো করায় গুণেনবাবু বলেন—তিনি তো এ কথার কোন অর্থই জানে না। এই সেই স্ত্রীলোক বল্‌বার যে কি তাৎপর্য্য তা তাঁর বুদ্ধির অগম্য।"

প্রশান্ত যে সিগারেটটা টানিতে ছিল, -- সেটা পুড়িয়া শেষ হইয়া আসিয়াছিল,— সে সেটা ফেলিয়া দিয়া অপর একটার অগ্নি সংযোগ করিতে বলিল,—"ব্যাপার তো শোনা গেল,—তারপর তুমি কি কর্‌লে শুনি ?"

হীতেন্দ্র একটু দম লইয়া বলিল,—"আর একটা কথা তোমায় বল্‌তে বাকি আছে— সেটা বলে তারপর আমি কতদুর কি করেছি সেটা বল্‌বো। যে ঘরে মতিলাল খুন হয়েছে —সে ঘরে যাবার তিনটে দরজা আছে। একটা বাগানের দিকে—একটা উঠানের দিকে—আর একটা গুণেনবাবুর ঘরের

দিকে। এখন দেখা যাক খুনি স্ত্রীলোক বা পুরুষ সেই হক্ সে কোন দিক দিয়ে এই ঘরের ভেতর ঢুক্তে পারে। উঠোনের দিক দিয়ে ঢুক্তে পারে না—কেন না সেদিক দিয়ে ঢুক্লে কিংবা বেরুলে নিশ্চয়ই শ্যামার চোখে পড়তো কারণ সে তখন উঠোন ঝাঁট দিচ্ছিল। গুণেনবাবুর ঘরের দিকে যে রাস্তা আছে সেদিক দিয়েও ঢুক্তে কিংবা বেরুতে পারে না—কারণ সেদিককার দরজা দিয়ে গুণেনবাবুর ঘরে যাওয়া ভিন্ন অন্য কোন দিকে যাবার পথ নেই। তা থেকেই বোঝা যাচ্ছে—খুনি বাগানের দিকের দোর দিয়েই ঘরের ভেতর ঢুকে ছিল—এবং সেই দিক দিয়েই আবার বেরিয়ে গেছে। কাজেই আমি ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়েই এই বাগানের রাস্তায় কারো পায়ের চিহ্ন আছে কিনা সেইটাই আগে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখি। কাল রাত থেকেই বৃষ্টি আরম্ভ হয়েছে—যে রাস্তা

দিয়ে কেউ যাতায়াত কল্লে নিশ্চয়ই তার পায়ের দাগ্ রাস্তার উপর পড়্তো কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় সেখানে কোন পায়ের চিহ্ন নেই। তবে সেই রাস্তার ধারে গ্রামের উপর এক জায়গায় একটা দাগ আছে কিন্তু সেটা পায়ের দাগ্ কিনা ঠিক বোঝা যায় না। বৃষ্টির জলে সেটা একেবারেই পরিষ্কার নেই। এই থেকেই বেশ স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে—খুনী সোজা লোক নয়—সে বেশ একজন পাকা লোক। রাস্তার ওপর দিয়ে গেলে পাছে পায়ের চিহ্ন থাকে সেইজন্যে সে রাস্তার পাশে ঘাসের ওপর দিয়ে চলে গেছে। মোটের ওপর সে কোন পথ দিয়ে গেছে কোন চিহ্নই রেখে যায়নি।"

প্রশান্ত মুখখানা একটু বিকৃত করিয়া বলিল, "আচ্ছা, এক মিনিট সবুর। এই বাগানের রাস্তাটা কোথায় গিয়ে পড়েছে?"

"বাগানের ভেতর দিয়ে এঁকে-বেঁকে

গিয়ে একেবারে সরকারি রাস্তায় গিয়ে পড়েছে।"

"হুঁ। এই বাগানের রাস্তাটা সরকারি রাস্তা পর্য্যন্ত কতখানি আন্দাজ হবে?"

"আন্দাজ একশো হাত হ'তে পারে?"

"আচ্ছা এই রাস্তার ওপর যে পায়ের দাগ্‌টা পাওয়া গেছে—সেটা আসবার সময়কার না খুন করে ফিরে যাবার সময়কার?"

"সেটা সঠিক বলা কঠিন—কারণ দাগটা বৃষ্টির জলে একেবারেই অস্পষ্ট হয়ে গেছে।"

প্রশান্ত মুখখানা বেশ একটু গম্ভীর করিয়া সিগারেট টানিতে লাগিল—হীতেন্দ্রকে আর বিশেষ কোন প্রশ্ন করিল না। হীতেন্দ্রেরও আর বোধ হয় বিশেষ কিছু বলিবার ছিল না—সে প্রশান্তের প্রশ্নের অপেক্ষায় মাঝে মাঝে তাহার মুখের দিকে চাহিতে লাগিল। সেই সময় সহসা প্রশান্ত আবার প্রশ্ন করিল,—"থাক্—তাহ'লে সে দাগ্‌টা কিছুই নয়। তা

যেন হ'লো—তারপর তুমি যখন বুঝ্‌লে কিছুই কর্ত্তে পাল্লেনা—তখন তুমি কি কল্লে?"

প্রশান্তের কথায় হীতেন্দ্র কিছুক্ষণ প্রশান্তের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিল,—"কিছুই কর্ত্তে পাল্লে না—কি রকম? আমার বিশ্বাস যতদূর করা উচিত তা আমি সমস্তই করেছি। দপ্তরখানাটা যতদূর তদন্ত করা উচিত তা আমি করেছি। এই ঘরখানা নিতান্তই ছোট—ঘরে বিশেষ কোন জিনিষও নেই। ঘরের একপাশে একটা লোহার সিন্দুক আছে—আর মধ্যিখানে একটা ছোট টেবিল—তার আশে পাশে দু'তিন খানা চেয়ার—এই মাত্র। ঘরখানা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তদন্ত করবার পর আমি লাসটাও বিশেষভাবে পরীক্ষা করেছি। লোকটার বাম্‌দিকের গলার যেখানে চোটটা লেগেছে—তাতে স্পষ্টই বোঝায় যে আত্মহত্যা নয়, কারণ সে যায়গায় মানুষ নিজে কিছুতেই অমন ভাবে ছুরি চালিয়ে দিতে পারে না।"

প্রশান্ত ঘাড় নাড়িয়া বলিল,—"যদি না সে নিজে ছুরির ওপর উল্টে পড়ে।"

হীতেন্দ্র প্রশান্তকে বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল,—"যথার্থই তাই। আর তাও হওয়া সম্ভব নয় এই জন্যে বল্‌ছি যে ছুরিটা যেখানে পড়েছিল—সেখান থেকে লাসটা চার পাঁচ হাত দূরে ছিল। তা ছাড়া এ যে আত্মহত্যা নয় সেটা মতিলালের মৃত্যুকালীন উক্তি থেকেই প্রমাণ হতে পারে। তা ছাড়াও আর একটা গুরুতর প্রমাণ আছে—সেটা মৃত ব্যক্তির বামহাতের মুঠোর মধ্যে পাওয়া গেছে।"

হীতেন্দ্র তাহার পকেটের ভিতর হইতে একটা ছোট কাগজের মোড়ক বাহির করিল। সেই কাগজের মোড়কের ভিতর কি আছে দেখিবার জন্য আমি ও প্রশান্ত উৎসুক দৃষ্টিতে সেই দিকে চাহিয়াছিলাম। হীতেন্দ্র সেই কাগজের মোড়কটী খুলিবামাত্র আমরা দেখি-

লাম তাহার ভিতর কয়েকগাছি সাদা চুল রহিয়াছে। হীতেন্দ্র সেই চুল ক'গাছি প্রশান্তের হাতে দিতে দিতে বলিল,—"এ চুল মতিলালের হতেই পারে না। কারণ মতি-লালের সাদা চুল ছিল না—কাজেই বেশ বোঝা যাচ্ছে এই চুলগুলি হত্যাকারীর। খুন হবার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে মতিলাল হত্যাকারীর চুলের মুঠি ধরিয়াছিল এবং ধ্বস্তা-ধ্বস্তিতে এই ক'গাছি চুল মৃত ব্যক্তির হাতেই থেকে গেছে।

প্রশান্ত সেই চুল ক'গাছি ঘুরাইয়া ফিরা-ইয়া নাকে লাগাইয়া নানাভাবে পরীক্ষা করিতে লাগিল।

হীতেন্দ্র একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া আবার বলিল,—"আমি গুনেন্দ্রবাবুকে নানা-ভাবে প্রশ্ন করে জেনেছি যে দপ্তরখানার একটী জিনিষও খোয়া যায় নাই। কাজেই বোঝা যাচ্ছে চুরির উদ্দেশ্যে এ খুন হয়নি। কাজেই মাথা মুণ্ড এ খুনের যে কি

উদ্দেশ্য তা এত ভেবেও তার কোন কিনারাই আমি কর্ত্তে পারিনি। কাজেই আগা-গোড়া কেমন যেন আমার ধাঁধার মত ঠেকৃছে।"

প্রশান্ত হীরেন্দ্রের সে কথার কোন উত্তর দিল না,—বিছানা হইতে নামিয়া সে টেবিলের সম্মুখে একখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিল, এবং এক টুক্‌রা কাগজ টানিয়া লইয়া তাহাতে কয়েক ছত্র খস্‌খস্ করিয়া লিখিয়া তাহা হীতেন্দ্রের হাতে দিল। হীতেন্দ্র সেই কাগজের টুক্‌রাটুকু লইয়া তাহাতে যে কয় ছত্র লেখা ছিল তাহা বেশ একটু উচ্চস্বরেই পাঠ করিল। তাহাতে লেখা ছিল—

"একটি শ্বেতশ্মশ্রু বৃদ্ধকে আমাদের খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। কিন্তু তাহার দৃষ্টিশক্তি মোটেই প্রখর নয়।"

এই কয়েক ছত্র পড়িয়া হীতেন্দ্র তো একেবারে হতভম্ব হইয়া গিয়াছিল। তাহার অবস্থা দেখিয়া প্রশান্ত হাসিতে হাসিতে বলিল,

—"এর ভেতর তোমার আশ্চর্য্য হবার মত বিশেষ কিছুই নেই। আমি এই যা লিখে দিয়েছি—দৃষ্টিশক্তি যার একটু প্রবল সে অতি সহজেই এ কথা বল্‌তে পারে। চুল ক'গাছি থেকেই বেশ বোঝা যায় যে হত্যাকারীর বয়স অনেক, আর সে পুরুষ। আর তার দৃষ্টিশক্তি অন্ততঃ যদি চলন সই গোছেরও হত তা'হলে মৃত ব্যক্তির হাতে সে কখনই এই চুল ক'গাছি রেখে যেত না—এতেই বোঝা যায় যে তার দৃষ্টিশক্তি তেমন প্রখর নয়। এ সকল জিনিষগুলো অতি সহজেই অনুমান করে নেওয়া যায়।"

হীতেন্দ্র একদৃষ্টে প্রশান্তের মুখের দিকে চাহিয়া অবাকভাবে তাহার এই সকল যুক্তিগুলা শুনিতেছিল,—প্রশান্ত নীরব হইবামাত্র বলিল,—"সত্যিই ভাই তোমার ক্ষমতা অদ্ভুত। একটা কিছু শক্তি না থাকলে কি আর মানুষে মানুষের সুখ্যাতি করে। তোমাতে আমাতে

এইটুকু তফাৎ যে এই সব জিনিষ আমি বেশ ভাল করেই দেখে'ছি—এ সব জিনিষ আমার কাছেই ছিল—কিন্তু এ সব কথা আমার একবারও মনে হয়নি।"

প্রশান্ত তখন পর্য্যন্ত অনবরত সিগারেট টানিতেছিল,—সহসা বলিল,—"তা'তো উচিত তারপর হীতেন্দ্র রাত তো যথেষ্ট হ'লো—আর কিছু কি তোমার বলবার আছে ?"

হীতেন্দ্র বলিল,—"আর বলবার আমার কিছু নেই—তবে এখন কাল যদি তুমি একবার হুগ্‌লী গিয়ে সব জেনে শুনে এই মাম্‌লার ভারটা নাও তো ভাল হয়। সাহেবেরও তাই ইচ্ছে। কিন্তু সেই স্ত্রীলোকটা যে কি উদ্দেশ্যে লোকটাকে খুন কল্লে—সে সম্বন্ধে একটা কোন কথাই ত বল্‌লে না।"

প্রশান্ত মুখখানা কিকৃত করিয়া বলিল,—"উদ্দেশ্য কি তা আপাততঃ বলা বড় কঠিন বটে, যতদূর বোঝা যাচ্চে তা'তে মাম্‌লা বেশ

একটু রহস্যজনক হয়ে দাঁড়াচ্ছে, তাহা হইলে সেই কথাই ভাল, কাল একবার হুগলি যাওয়া যাক্। কিছু না হক একটু ঘুরে আসাওত হবে।"

হীতেন্দ্র তাড়াতাড়ি বলিল,—"তুমি গেলে নিশ্চয়ই একটা কিছু কিনারা হবেই। সে বিশ্বাস আমারও আছে সাহেবেরও আছে। তাহ'লে সেই ভাল কথা—কাল ভোর ছ'টার সময় একখানা ট্রেণ আছে—সেই ট্রেণেই তাহ'লে যাবার বন্দোবস্ত করা যাক্। যখন যেতেই হবে তখন যত সকাল সকাল যাওয়া যায় ততই ভাল।"

প্রশান্ত বলিল,—"তাতে কোন আপত্তি নেই। এখন তুমি কি কচ্ছো—এখানেই রাতটুকু কাটিয়ে নেবে—না বাড়ী যাবে?"

হীতেন্দ্র একেবারে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, —"বাড়ী যাব বই কি—আমার গাড়ী দাঁড়িয়ে রয়েছে। আমার জন্যে কোন চিন্তা

কর্ত্তে হবে না—আমি ঠিক সময়ে গিয়ে ষ্টেশনে হাজির হবো।”

“তাহ’লে সেই কথাই রইল—রাত ঢের হয়েছে—আবার ভোর ছ’টার গাড়ী ধর্ত্তে হবে—না আর নয়।” প্রশান্ত শয্যার উপর আসিয়া কম্বলটা টানিয়া লইয়া আড় হইয়া পড়িল। হীতেন্দ্র নমস্কার করিয়া বিদায় গ্রহণ করিল। আমি বেহারাটার নাম ধরিয়া বার তিন চার হাঁকাহাঁকি করিয়া দরজাটা বন্ধ করিয়া দিতে বলিলাম।

(২)

আমার হুগলী যাইবার ইচ্ছা বা আগ্রহ একেবারেই ছিলনা—কিন্তু প্রশান্ত ছাড়িল না কাজেই আমাকেও তাহার সঙ্গী হইতে হইল। হীতেন্দ্র যথাসময়ে ষ্টেশনে উপস্থিত

হইয়াছিল। আমরা তিনজনে ছয়টার ট্রেণ ধরিয়া বেলা সাড়ে সাতটা পৌনে আটটার সময় চুঁচড়া ষ্টেশনে অবতীর্ণ হইলাম। ষ্টেশনে ভাড়াটিয়া গাড়ীর অভাব হইল না—আমরা তাহারই একখানা ঝর্‌ঝরে গাড়ী ভাড়া করিয়া তাহাতে উঠিয়া বসিলাম। অর্দ্ধ ঘটিকার মধ্যেই গাড়ী গুণেন বাবুর দরজার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। বাড়ীর সম্মুখে একজন কনেষ্টবল দাঁড়াইয়া ছিল। সে আমাদের গাড়ী হইতে নামিতে দেখিয়া একেবারে সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া আমাদের সেলাম করিল,—হীতেন্দ্র তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল--"রামদিন্ খবর কি ?"

রামদিন্ আবার একটা সেলাম করিয়া বলিল,—"হুজুর, আর কোন খবর নেই।"

হীতেন্দ্র আবার প্রশ্ন করিল,—"গুণেণ-বাবুর কাছে আজ কোন লোক এসেছিল—কোন লোকজন বাড়ীর বাইরে গেছলো ?"

রামদিন্ ঘাড় নাড়িয়া বলিল,—"না হুজুর

কোন লোক আসেওনি কেউ বাহিরেও যায়নি ?”

হীতেন্দ্র প্রশান্তের দিকে ফিরিয়া বলিল, —“এই সেই বাগানের রাস্তা—কাল রাত্রে যে রাস্তাটার কথা আমি তোমায় বলছিলুম—হত্যাকারী এই রাস্তা দিয়েই দপ্তরখানায় ঢুকেছিল—আবার এই রাস্তা দিয়েই বেরিয়ে গেছে।”

প্রশান্ত বিশেষ গম্ভীরভাবে চারিদিক নিরীক্ষণ করিতেছিল,—ঘাড় নাড়িয়া বলিল, —“হুঁ! ঘাসের ওপর কোন জায়গাটায় তুমি পায়ের চিহ্ন দেখেছিলে ?”

হীতেন্দ্র একটা স্থানে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া বলিল,—“এই জায়গাটায় আমি একটা পায়ের চিহ্ন দেখেছি, কাল রাত্রের বৃষ্টিতে দাগটা এখন মিলিয়ে গেছে বললেই হয়।”

প্রশান্ত নীচু হইয়া সেই চিহ্নটা বিশেষ-

ভাবে দেখিতেছিল,—গম্ভীরভাবে বলিল,—"হুঁ—এই ঘাসের ওপর দিয়ে যে কেউ গেছেন তাতে আর সন্দেহ নেই। ঘাসের ওপর যে রকম দাগ দেখ্‌তে পাওয়া যাচ্ছে তাতেই বেশ বোঝা যাচ্ছে—আমাদের সেই স্ত্রীলোকটা বিশেষ সতর্কতার সহিত পা ফেলেছিলেন। কিন্তু তুমি বল্‌ছ খুন করে সে আবার এই রাস্তা দিয়েই ফিরে গেছে—তাই কি ঠিক?"

হীতেন্দ্র কথাটায় বেশ একটু জোর দিয়া বলিল,—"নিশ্চয়ই—তা ভিন্ন যে আর ফের-বার রাস্তা নেই।"

প্রশান্ত গম্ভীরভাবে বলিল,—"ব্যাপারটা বেশ একটু রহস্য জনক বটে। বাগানের ফটক ভাঙ্গা—কাজেই দেখ্‌তে পাওয়া যাচ্ছে বাগানের ভেতর আস্‌তে তাকে বিশেষ বেগ পেতে হয়নি। সে আস্‌তে আস্‌তে বাগানের ভেতরদিক দিয়ে গিয়ে দপ্তরখানার ভেতর ঢুকেছিল। কিন্তু

সে যে খুন কর্ত্তেই এসেছিল তা বলে একেবারে বোধ হয় না। তা যদি হতো—তাহ'লে নিশ্চয়ই সে কোন না কোন একটা অস্ত্র সঙ্গে আনৃত। যাক্ তা যেন হ'লো—কিন্তু সেই লোকটি কতক্ষণ দপ্তরখানায় ছিল—সেটুকু একেবারেই অনুমান করা যায় না।"

হীতেন্দ্র বলিল,—"দপ্তরখানায় সে খুবই অল্পক্ষণ ছিল, সেকথা তোমাকে বলতে আমি ভুলে গেছি,—আধ ঘণ্টাও হবেনা শ্যামা—টেবিল চেয়ার ঝেড়ে দপ্তরখানা ঝাট্ দিয়ে গেছল।"

ইতিমধ্যে আমরা কথায় কথায় বাগানের রাস্তা পার হইয়া দপ্তরখানার ভিতর প্রবেশ করিয়াছিলাম। প্রশান্ত সেই গৃহের ভিতর প্রবেশ করিয়া বলিল,—"আমাদের লোকটি এই ঘরের ভেতর এসেছিলেন—তাতে সন্দেহ করবার কিছু নেই কিন্তু তিনি কি কর্ত্তে এসে-ছিলেন এখন সেইটেই আমাদের জানতে

হবে। ধরা যাক তিনি লোহার সিন্দুকের কাছেই প্রথমে গেছলেন কিন্তু কি জন্যে? যখন লোহার সিন্দুক থেকে কোন জিনিষ খোয়া যায়নি তখন নিশ্চয় তিনি লোহার সিন্দুকের কাছে যাননি। তা'হ'লে তিনি ঘরে ঢুকে প্রথম গেছলেন কোথায়? টেবিলের কাছে? সম্ভব তাই। দেখা যাক টেবিলটা তা'হলে পরীক্ষা করে।"

গৃহের মধ্যস্থলে একখানি সেক্রেটারীয়েট টেবিল ও তাহার চারিপার্শ্বে দুই তিনখানি চেয়ার সজ্জিত ছিল। প্রশান্ত চেয়ার সরাইয়া টেবিলটার চারিপাশ নীচু হইয়া বিশেষভাবে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল,—তাহার পর হীতেন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া বলিল,—"হীতেন্দ্র, কই এ জিনিটার কথাতো তুমি আমায় বলোনি। এই যে দেরাজের চাবীর ধারে একটা ঘস্‌ড়ানির দাগ পড়েছে—এটা কি তুমি কাল লক্ষ্য করনি?"

টেবিলের দেরাজ খুলিবার বাম পার্শ্বে—একটা আচ্ড়ান দাগ পড়িয়াছিল। প্রশান্ত অঙ্গুলী দিয়া সেইটাই নির্দ্দেশ করিল। হীতেন্দ্র প্রশান্তের প্রশ্নের উত্তরে বলিল,—"হ্যাঁ, ও দাগটা আমি কাল লক্ষ্য করেছিলুম—কিন্তু ওরকম দাগ টেবিলের গায়ে প্রায়ই দেখা যায়—কাজেই ওটা তোমাকে বলবার মত কিছু একটা বলে আমি মনে করিনি।"

প্রশান্ত ঘাড় নাড়িয়া বলিল,—"উ—হুঁ—এটা ঠিক সেরকম নয়—দেখ্ছ না এ দাগ্টা একেবারে সম্প্রতি হ'য়েছে। পুরোণ দাগ হ'লে টেবিলের রংএর সঙ্গে এক হ'তো কিন্তু এতো তা নয়? তুমি একবার চাকরটাকে ডাক দেখি?"

হীতেন্দ্র চাকরটাকে ডাকিবার জন্য গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল। প্রশান্ত আমার দিকে ফিরিয়া বলিল,——"পৃথিবীতে চোখ জিনিষ ভগবান সকলকেই দিয়েছেন—

কিন্তু সে জিনিষটার ব্যবহার খুব কম লোকেই করে। আমি বেশ বুঝ্‌তে পার্‌ছি হীতেন্দ্র অনেক জিনিষই লক্ষ্য করেনি।”

প্রশান্তের কথার উত্তর দিবার আর আমি অবসর পাইলাম না,—হীতেন্দ্র গুণেনবাবুর শ্যামা চাকরকে লইয়া গৃহের ভিতর প্রবেশ করিবামাত্র প্রশান্ত গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করিল,—“তোমার নাম শ্যামা ?”

ভৃত্য ঘাড় নাড়িল—প্রশান্ত আবার প্রশ্ন করিল,—“কাল তুমি সকালে এই ঘর ঝাড়পোছ করেছিলে ?”

ভৃত্য আবার ঘাড় নাড়িয়া বলিল,—“আজ্ঞে হ্যা ?”

প্রশান্ত টেবিলের সেই দাগটা শ্যামাকে অঙ্গুলী দিয়া দেখাইয়া বলিল,—“টেবিলের এই আচ্‌ড়ান দাগটা কাল তুমি দেখেছিলে।”

ভৃত্য ঘাড় নাড়িয়া বলিল,—“আজ্ঞে না আমি অত লক্ষ্য করিনি।”

প্রশান্ত গম্ভীরভাবে বলিল,—"তুমি কেমন করে লক্ষ্য কর্ব্বে ? এ দাগতো তোমার ঝাড়-পোছের সময় ছিলনা। তা যদি থাক্‌তো তাহ'লে এর ওপরেও মোছ্‌বার দাগ পড়্‌তো। যাক্—এ দেরাজের চাবী কার কাছে থাকে ?"

ভৃত্য বলিল,—"আজ্ঞে এ চাবী কর্ত্তা-বাবুর কাছে থাকে।"

"হুঁ!" প্রশান্ত ভৃত্যের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল,—"আচ্ছা তুমি এখন যেতে পার।"

শ্যামা ধীরে ধীরে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল। প্রশান্ত ঘুরিয়া ঘুরিয়া টেবিলটার চারিপাশ দেখিতে দেখিতে বলিল,—"যাহ'ক্ তবু আমরা কতকটা জান্‌তে পাল্লুম। একটা লোক এই ঘরে প্রবেশ করে এই টেবিলের দেরাজটা খোলবার চেষ্টা করেছিল। সে যখন এই কার্য্যে ব্যস্ত তখন মতিলাল ঘরের

ভেতর প্রবেশ করে। মতিলালকে দেখে সে তাড়াতাড়ি চাবীটা বার কর্ত্তে যাবার সময় দেরাজের গায়ে এই ঘস্ড়ানি দাগটা পড়ে। মতিলাল তাকে ওই অবস্থায় দেখে ছুটে এসে তাকে ধরে ফেলে—সে তখন মতিলালের হাত থেকে মুক্ত হবার জন্যে টেবিলের ওপর থেকে এই ছুরিখানা তুলে নেয় ও তার গলায় আঘাত করে। আঘাতটা সাজ্ঘাতিক হয়—মতিলাল মেঝের ওপর পড়ে যায়—তখন সেই লোকটি তার উদ্দেশ্য সাধন করেই হক্—অথবা বিফল মনোরথ হয়েই হ'ক্ চম্পট দেয়। এদিককার দোর দিয়ে গেলে শ্যামা নিশ্চয়ই দেখ্তে পেত কাজেই বোঝা যাচ্ছে এদিক-কার দোর দিয়ে সে যায়নি। আর এ দরজাটা দিয়ে গেলে একেবারে তাকে গুণেন বাবুর ঘরের ভেতর যেতে হয়—কাজেই এ দরজা দিয়েও সে—যাক্ এখন একবার গুণেনবাবুর সঙ্গে দেখা করা উচিত। চল হে,

এইবার একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করে আসা যাক।"

দপ্তরখানা হইতে যে দরজাটা গুণেনবাবুর শয়নকক্ষের দিকে সংলগ্ন আমরা সেই দরজা দিয়া গৃহের বাহিরে আসিলাম। গৃহ হইতে বাহির হইয়াই ক্ষুদ্র একটা বারান্দা—বারান্দায় কোন দরজা কিংবা জানালা নাই। বারান্দার দুইদিক একেবারে প্রাচীর দিয়া আটা। বারান্দাটী ক্ষুদ্র—দপ্তরখানা হইতে বরাবর একেবারে গুণেনবাবুর শয়নকক্ষ পর্য্যন্ত গিয়াছে। আমরা হীতেন্দ্রের পশ্চাৎ পশ্চাৎ সেই বারান্দা দিয়া গুণেনবাবুর শয়নকক্ষের দরজার সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। দরজা ভেজান ছিল,—হীতেন্দ্র দরজার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া নিজের পরিচয় দিয়া বলিল,—"ভেতরে কি যেতে পারি ?"

ভিতর হইতে তখনই উত্তর আসিল,—

"আসুন—আসুন। আপনারা ভেতরে আস্‌বেন তার আবার জিজ্ঞাসার কি আছে ?"

আমরা গৃহের ভিতর প্রবেশ করিলাম। বাড়ীর ভিতর এই ঘরখানিই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। ঘরখানি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন—মেঝে আগা-গোড়া সিমেণ্ট করা। ঘরে আসবাবের ভিতর কয়েকটি পুস্তকের সেলফ্‌ ও একটী কাঠের অতি সুন্দর আলমারী। গৃহের ঠিক মাঝ-খানে একটী ক্ষুদ্র খাট—তাহারই উপর বালিশ ঠেস দিয়া গুণেনবাবু উপবিষ্ট। গুণেনবাবুর বয়স যথেষ্টই হইয়াছে—সত্তোরের কম নহে —প্রায় সব চুলই পাকা। কিন্তু এরূপ ভয়াবহ মুখ চোখ আমি খুব কম লোকেরই দেখিয়াছি। মুখখানা কতকটা যেন রাক্ষসের মত—চোখ দুইটা তেমনি বড় বড়। লোক-টার মুখের দিকে চাহিলেই—কেমন যেন ভয় হয়। এমন বিকট চেহারার লোক তো আমি

পূর্ব্বে কখন আর দেখি নাই। চারিদিকে বালিশ দিয়া যেভাবে তিনি কষ্টে বসিয়াছিলেন তাহাতে বেশ বুঝিলাম বাতে তিনি একেবারে পঙ্গু হইয়া গিয়াছেন—তাঁহার অবস্থা এমন দাঁড়াইয়াছে—যে বসিয়া থাকাটাও তাঁহার পক্ষে যেন কষ্ট সাধ্য। গুণেনবাবু সটকায় তামাক টানিতেছিলেন—তাম্রকূটের মধুর সৌরভটুকু ঘরময় ছড়াইয়া পড়িয়া তাহার মূল্যের গুরুত্ব-টুকু বিশেষভাবে জানাইয়া দিতেছিল। আমরা গৃহের ভিতর প্রবেশ করিবামাত্র গুণেনবাবু বলিয়া উঠিলেন,—"আসুন—আসুন—বসুন। ভগবান আমাকে এমনই মেরে রেখেছেন যে উঠে চেয়ারখানা এগিয়ে দেব তারও উপায় নেই।"

হীতেন্দ্র তাঁহাকে বাধা দিয়া বলিল,—"আপনার ব্যস্ত হবার কোন দরকার নেই—আমরা ঠিকই বস্ছি।"

খাটের সম্মুখেই কয়েক খানা চেয়ার

ছিল আমরা তাহাই টানিয়া লইয়া গুণেনবাবুর সম্মুখে উপবিষ্ট হইলাম। হীতেন্দ্র আমার বন্ধুর পরিচয় গুণেনবাবুকে দিয়া বলিলেন,— "এর নাম বোধ হয় আপনি শুনে থাকবেন। এর শক্তিও যেমন অদ্ভুত—পুলিশে খাতিরও তেমনি যথেষ্ট।"

গুণেনবাবু প্রশান্তের দিকে হাতখানা বাড়াইয়া দিয়া করমর্দ্দন করিলেন,—বলিলেন, —"হাঁ—হাঁ। ওর নাম শুনেছি বটে—উনি যে দয়া করে এ মামলার ভার নিয়েছেন—এর চেয়ে আমার আর কি সৌভাগ্য হ'তে পারে?"

প্রশান্তের সূক্ষ্ম দৃষ্টি তখন সমস্ত ঘরখানা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নিরীক্ষণ করিতেছিল,— সহসা গুণেণবাবুর দিকে ফিরিয়া সে বলিল,— "আপনি তো ভারি চমৎকার তামাক খান! গন্ধে সমস্ত ঘর ভরে গেছে!"

গুণেনবাবু মাথা নাড়িয়া বলিলেন,— "আর সব সখই গেছে—ভগবান আমাকে

একেবারেই মেরে রেখেছেন। এখন থাক্‌বার মধ্যে এক তামাকের সখই আছে। আর এক বাতিক—বই পড়া। তাই যখনই যে কোন নতুন বইএর সন্ধান পাই তখনই সেটা না কিনে আর থাকৃতে পারিনে। তামাকটাও যা তা খেতে পারিনে—গয়া থেকে ফরমাজ দিয়ে তৈরী করিয়ে আনি। আর ক'টা দিন —গেলেই হয়—তবুও এটুটো সখ আর কিছুতেই ত্যাগ কর্ত্তে পারিনি।"

গুণেনবাবু সট্‌কায় গোটা দুই চার টান দিয়া বেশ একটু বিষন্ন স্বরে বলিলেন,—"দেখুন না এমন বিপদও মানুষের হয়। লোকটা সত্যই খুব ভাল ছিল। যদিও সম্প্রতিই আমার কাছে কাজ কচ্ছে—তবুও তাকে কোন কাজ বল্‌তে হ'তো না। ভেবেছিলুম যাহক্‌ এতদিনে তবুও একটা ভাল লোক পেলুম—কিন্তু দেখুন না তাতেও ভগবান বাদ্‌ সাধ্‌লেন। বেচারী যে এমন

ভাবে খুন হবে সে কথা একবার ভাব্‌তেও পারিনি। লোকটা কারুর সঙ্গে মিশ্‌তো না— তার যে কেউ এমন শত্রু ছিল একথা তো একবার মনেও হয় না। তারপর প্রশান্তবাবু, আপনি ব্যাপারটা কি রকম বুঝ্‌ছেন ?”

প্রশান্ত হাসিতে হাসিতে উত্তর দিল,— “আমি এখনও এ বিষয় কিছুই স্থির করিনি।”

গুণেনবাবু ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন, —“এমন দুর্ঘটনা খুব কমই হয়। আমার মত বাতে পঙ্গু বুড়োর পক্ষে এমন একটা দুর্ঘটনা একেবারেই সাংঘাতিক। কাল রাত থেকে চোখের পাতা এক মিনিটের জন্তে বুঝতে পারিনি। তবে আপনি যখন মাম্‌লাটার ভার নিয়েছেন—তখন একটা কিনারা হবে বলেই আশা করা যায়।”

প্রশান্ত ঘাড় নাড়িয়া বলিল,—“দেখা যাক কতদূর কি করা যায়। আপনাকে বিশেষ কোন কথা জিজ্ঞাসা করবার নেই—

আচ্ছা মতিলালের শেষ উক্তিটা সম্বন্ধে আপনি কি বলেন—"বাবু—বাবু—এ সেই স্ত্রীলোক।"

গুণেনবাবু একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন,—"এ কথার আমি তো কোন অর্থই খুঁজে পাই নি। সেই লোক—সে আবার কি? লোকের সঙ্গে আমার সম্পর্ক তো বহুকালই ঘুচে গেছে। মৃত্যুকালিন বিকারের এটা প্রলাপ বলেই যেন আমার মনে হয়। আমার তো এটা খাটি আত্মহত্যা বলেই মনে হয়। ছোক্‌রার ভেতরে ভেতরে বোধ হয় কোন গোলমাল ছিল—যা আমরা একেবারেই জান্‌তুম না—সেই জন্তে বোধ হয় হঠাৎ মনের কোন গোলযোগ হয়েছে, তাই বোধ হয় ফস্‌ করে আত্ম-হত্যা করে ফেলেছে। ওকে যে কেউ খুন কর্ত্তে পারে—এ কথা তো আমার বিশ্বাসই হয় না।"

প্রশান্তর মুখখানা বেশ একটু গম্ভীর হইয়া উঠিয়াছিল,—সে বেশ গম্ভীর স্বরেই বলিল,—"হুঁ"। আচ্ছা গুণেনবাবু দপ্তরখানায় আপনার টেবিলের দেরাজের ভেতর কি আছে ?"

গুণেনবাবু গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন,—"ওর ভেতর বিশেষ কিছুই নেই। পুরোণ হিসেবের কতকগুলো খাতাপত্র, আর বোধ হয় আমার চেক্ বইখানা ওর ভেতর থাক্‌তে পারে। এই নিন চাবী—দরকার যদি মনে করেন খুলে দেখ্‌তে পারেন।"

পার্শ্বের বালিসটা একটু উচু করিয়া তুলিয়া গুণেনবাবু এক তাড়া চাবী বাহির করিলেন।—প্রশান্ত বলিল,—"থাক্ আর খুলে দেখ্‌বার বিশেষ দরকার নেই। আপনি যখন বল্‌ছেন—ওতে কেবল হিসেবের পুরোন খাতা আর আপনার চেক্ বই আছে, তখন আর খুলে দেখে লাভ কি ? ওথেকে যে

খুনীর কিনারা হবার বিশেষ সাহায্য পাওয়া যাবে বলে ত আমার মনে হয় না। এখন তা হ'লে আমরা উঠি—আর আপনাকে বিশেষ বিরক্ত কর্ত্তে চাইনি,—এখন আমরা আপনার দপ্তরখানায় বসে, ব্যাপারটা একটু আলোচনা করে দেখা যাক্—কোন সূত্র বার কর্ত্তে পারা যায় কি না।"

প্রশান্ত কথাটা শেষ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল,—আমরাও তাহার দেখাদেখি উঠিতে যাইতেছিলাম, কিন্তু গুণেনবাবু বিশেষ ব্যস্তভাবে বলিয়া উঠিলেন,—"তা যেন হ'লো—আপনাদের সকাল বেলার আহারের কি ব্যবস্থা হ'লো? বেলা তো যথেষ্টই হয়েছে—কল্‌কাতায় ফিরতে আপনাদের বিকেল হয়ে যাবে। এ অবস্থায় এইখানেই যা হয় দুটো এবেলার মত সেরে নিলে হয় না? আমার মনে হয় সেটা হ'লেই যেন ভাল হয়।"

হীতেন্দ্র তাড়াতাড়ি বলিল,—"না—না আমাদের জন্তে আপনি ব্যস্ত হবেন না। কল্‌কাতায় গিয়েই আমাদের আহার হবে। দু'টো তিনটের পূর্ব্বে আহার করা আমাদের কোন দিনই ঘটে ওঠে না।"

কিন্তু প্রশান্ত হীতেন্দ্রের কথায় বাধা দিয়া বলিল,—"মন্দ কি? সাধা অন্ন ফেল্‌তে নেই। আর কখন কল্‌কাতায় ফেরা হবে তার তো কোন নিশ্চয়তা নেই। যখন অন্ন জুটচে তখন কি তা ত্যাগ কর্ত্তে আছে?"

প্রশান্তের এই কথাটা আমার একেবারেই ভাল ঠেকছিল না। পরের বাড়ীতে এরূপ-ভাবে আহার করা আমি কোন দিনই পছন্দ করিতাম না। গুণেনবাবু বলিলেন,—"নিশ্চয় —নিশ্চয়। এত বেলা হ'লো—আমার বাড়ীতে যখন এসেছেন তখন আমিই বা আপনাদের না খাইয়ে কখন ছাড়তে পারি? আমি এখনি আপনাদের আহারের বন্দোবস্ত কর্ত্তে বল্‌ছি।"

গুণেনবাবু শ্যামা চাকরকে ডাকিলেন। সে গৃহের ভিতর প্রবেশ করিলে, তিনি তাহাকে বামুনঠাকুরকে তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিতে আদেশ করিলেন। আমরাও ধীরে ধীরে তাহার শয়ন কক্ষ হইতে বাহির হইয়া দপ্তরখানায় গিয়া উপবিষ্ট হইলাম।





দপ্তরখানায় প্রবেশ করিয়া প্রশান্ত এক-খানা চেয়ার টানিয়া লইয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া তাহাতে উপবিষ্ট হইল। প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা অতিবাহিত হইয়া গেল—তবুও তাহার সেই ভাব। হীতেন্দ্র নীরব। কিন্তু এরূপ নীরবতা আমার একেবারে অসহ্য হইয়া উঠিল,—আমি আর কিছুতেই চুপ করিয়া থাকিতে পারিলাম না,—প্রশান্তকে সম্বোধন করিয়া

বলিলাম, "কি বুঝ্‌ছ—বিশেষ কিছু কিনারা কর্ত্তে পাল্লে ?"

প্রশান্ত বিকৃত দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল,—হুঁ। কিন্তু আমার ভুলও হতে পারে। যাহক্‌ আর একটা সিগারেট খেতে দাও, তাহ'লেই ব্যাপারটা অনেকটা পরিষ্কার হয়ে আস্‌বে।"

প্রশান্ত আবার একটা সিগারেট ধরাইতে যাইতেছিল, আমি বলিলাম, "ও তোমার হেয়ালী—আমাদের বোঝা অসম্ভব। এখন ব্যাপারটা কি বুঝ্‌লে একটু খুলে বলো।"

প্রশান্ত ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে বলিল, —"ধীরে বন্ধু, ধীরে। বোঝা বুঝি পরে হবে। এই যে বামুনঠাকুর—চা নিয়ে আস্‌ছে— তাহ'লে এখন আপাততঃ চায়েতেই মনোযোগ দেওয়া যাক্‌।

বামুনঠাকুরটী উৎকলবাসী। একখানি থালার উপর তিন পেয়ালা চা আনিয়া

আমাদের সম্মুখে টেবিলের উপর রাখিল। প্রশান্ত একথা সেকথা বামুনঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিয়া তাহার সহিত বেশ আলাপ জমাইয়া লইল। আলাপ জমাইতে প্রশান্ত ছিল অদ্বিতীয়। ঠাকুরের বাড়ী কোথায়—কতদিন বিয়ে হয়েছে—ছেলে পিলে কটী প্রভৃতি তাহাকে নানা প্রশ্ন সে অজস্র ধারে করিতে লাগিল। সে কথায় আমি কাণ দিবার বিশেষ প্রয়োজন বিবেচনা করিলাম না। চায়ের পেয়ালাটা তুলিয়া লইয়া উষ্ণ চা এক এক চুমুক্ পান করিতে লাগিলাম। প্রশান্ত কথায় কথায় বামুন ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিল,—"আচ্ছা ঠাকুর, তোমার বাবু কি খুব তামাক খান?"

ঠাকুর উৎকল হাসি হাসিয়া বলিল,—"সে কথা আর বল্‌বেন না, এক মুহূর্ত্ত কামাই নেই—এত তামাক খেতে আমি আর কাউকে কোন দিন দেখিনি। সরকারবাবুও তামাক খেতেন কিন্তু এমনতর নয়।"

প্রশান্ত ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে বলিল,—এত তামাক খাওয়া কিন্তু ভাল নয়—এত তামাক খেলে ক্ষীদে একেবারে মরে যায়। তোমাদের বাবুর আহার কি রকম? খেতে একেবারেই বোধ হয় পারেন না?

উৎকল ঘাড় নাড়িয়া বলিল,—"না—খেতে বাবু তো মন্দ পারেন না। কাল সকাল থেকে বাবুর ক্ষীদেটা যেন আবার একটু বেড়ে গেছে। কাল আমাকে ডেকে আগে থাক্‌তেই বলে দিয়েছিলেন,—ভাত কিছু বেশী করে দিতে। ভাত তরকারী তো বেশী করে দিয়েই ছিলেম, মাছ ভাজাও চারখানা দিয়েছিলেম কিন্তু পাতে বিশেষ কিছুই পড়ে ছিল না। তাহ'লে এখন আমি আসি বাবু, আবার আপনাদের খাবার সকাল সকাল বন্দোবস্ত কর্ত্তে হবে।

বামুনঠাকুর চলিয়া গেল। আমাদেরও চা পান শেষ হইয়াছিল,—প্রশান্ত বলিল,—

"চল বাগানের আশপাশটা একটু দেখা যাক।"

প্রশান্তের ইচ্ছানুযায়ীই কার্য্য হইল। আমরা দপ্তরখানা হইতে উঠিয়া বাগানে আসিলাম। প্রশান্ত বাগানের আশপাশটা ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিতে লাগিল। কিন্তু সে খুনের যে বিশেষ কিছু কিনারা করিতে পারিয়াছে বলিয়া আমার মনে হইল না। বেলা চারটার সময় আমাদের আহারের ডাক পড়িল। আমাদের আহারের বন্দোবস্ত মন্দ হয় নাই। গুণেনবাবু যে শয্যায় পড়িয়া থাকিয়াও এত শীঘ্র আমাদের জন্য এমন বন্দোবস্ত করিয়াছেন ইহাতে তাঁহাকে প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারা যায় না। আমরা আহারে বসিলাম—প্রশান্ত বামুনঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিল,—"তোমাদের বাবুর খাওয়া হয়ে গেছে?"

ঠাকুর বলিল,—"আজ্ঞে না। আপনাদের

আহার হয়ে গেলে, তাঁর খাবার দিতে বলেছেন।”

প্রশান্ত আবার প্রশ্ন করিল,—তোমাদের বাবু বুঝি তার ঘরেই রোজ খান ?”

ঠাকুর উত্তর দিল,—“আজ্ঞে হাঁ। হাটা চলা কর্ত্তে তিনি একেবারেই পারেন না।”

আমরা আহার শেষ করিয়া আবার দপ্তরখানায় আসিয়া বসিলাম। শ্যামা এক ডিবা পান আমাদের সম্মুখে টেবিলের উপর রাখিয়া দিয়া গেল। গৃহের এক পার্শ্বে একখানা আরাম কেদারা ছিল। প্রশান্ত তাহার উপর আড় হইয়া পড়িয়া গায়ের কাপড়খানা মুড়ি দিতে দিতে বলিল,—“কাল রাত্রে ঘুমটা বেশ জুতসই হয়নি—আহারটা বেশ রীতিমতই হয়েছে, এখন একটু আড়া মোড়া ভেঙ্গে নেওয়া যাক।”

প্রশান্ত গায়ের কাপড় মুড়ি দিল। হীতেন্দ্র আমার দিকে ফিরিয়া বলিল,—

"তাহ'লে আপনি একটু বসুন—আমি একবার আসে পাশের লোকদের জিজ্ঞাসা করে দেখি যদি সেই স্ত্রীলোকের কোন সন্ধান হয়।"

হীতেন্দ্র কথাটা শেষ করিয়াই গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল। আমি একাকী নীরবে বসিয়া রহিলাম। প্রায় দুই ঘণ্টা অতিবাহিত হইয়া গেল—আমার বড়ই বিরক্তি বোধ হইতে লাগিল। মানুষে কখন এমন চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারে? প্রশান্ত সেই যে আলওয়ানখানা মুড়ি দিয়া পড়িয়াছিল ঠিক সেই ভাবেই আছে—তাহার নড়িবার চড়িবার উঠিবার কোন লক্ষণই আমি দেখিতেছিলাম না। তাহার ভাব ভঙ্গি দেখিয়া স্পষ্টই মনে হয় এই খুনের রহস্যভেদ করিবার তাহার ইচ্ছা বা আগ্রহ একেবারেই নাই। তিনটে সাড়ে তিনটের সময় হীতেন্দ্র ফিরিয়া আসিল। সে গৃহের ভিতর প্রবেশ করিতে করিতে আমাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"প্রশান্তবাবুর ঘুম ভেঙ্গেছে?"

উত্তরটা আর আমাকে দিতে হইল না। প্রশান্ত মুখ হইতে আলোয়ানখানা সরাইয়া বলিল,—"হুঁ—ঘুমতো ভাঙ্‌লো। তারপর, তুমি কত দূর ঘুরে এলে ?"

হীতেন্দ্র বলিল,—"আসে পাশে একটু সন্ধান নিয়ে এলেম। একটু দূরে একজন ডাক্তার আছেন, তার ছেলের মুখে শুন্‌লেম, তোমার অনুমান অনুযায়ী একজন বৃদ্ধ গুণেন-বাবুর বাড়ী কোথায় জিজ্ঞাসা করেছিল।"

প্রশান্ত একটা হাই তুলিয়া হুইটা তুড়ি দিয়া উঠিয়া বসিল, বলিল,—"হুঁ—তারপর কটা বাজ্‌লো বলো দেখি ?

হীতেন্দ্র পকেট হইতে ঘড়ী বাহির করিয়া বলিল,—"প্রায় চারটে বাজে।"

"চারটে বাজে!" প্রশান্ত একেবারে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল,—"চল, আর নয়, গুণেনবাবুর সঙ্গে একবার দেখা করা এখন একেবারে বিশেষ প্রয়োজন।"

প্রশান্ত গৃহ হইতে বাহির হইয়া পড়িল, আমরাও তাহার পিছনে পিছনে গুণেনবাবুর গৃহে গিয়া উপস্থিত হইলাম। গুণেনবাবু একখানা সংবাদ পত্র মুখে দিয়া তামাক টানিতে ছিলেন। আমাদের গৃহের ভিতর প্রবেশ করিতে দেখিয়া সংবাদ পত্রখানা মুখ হইতে সরাইয়া বলিলেন,—"আসুন, তারপর প্রশান্তবাবু, এ খুনের রহস্য কিছু ভেদ কর্ত্তে পাল্লেন ?"

প্রশান্ত গম্ভীর ভাবে উত্তর দিল,—"হঁ্যা—এরহস্য আমি ভেদ করেছি।"

প্রশান্তের এই কথায় আমি ও হীতেন্দ্র উভয়েই অবাক হইয়া গিয়াছিলাম। খুনের রহস্য ভেদ করিয়াছি—প্রশান্তের মুখে এ—কি কথা ? গুণেনবাবু প্রশান্তের মুখে এই কথা শুনিয়া বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিলেন। তিনি কেমন একটা অদ্ভুত দৃষ্টিতে প্রশান্তের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"রহস্যভেদ

তাহ'লে করেছেন?—না আমার সঙ্গে রহস্য করছেন?"

প্রশান্ত গম্ভীর ভাবে বলিল,—"এর ভেতর রহস্য করবার মত তো কিছু নেই। আমি এই ব্যাপারটা আগাগোড়া বিশ্লেষণ করে দেখেছি এবং যেটুকু বুঝেছি তাতে আমার বিশ্বাস অকাট্য সত্য। আপনি এই ব্যাপারে কতটুকু জড়িত এবং কোন অংশ অভিনয় করেছেন সেটা আমি এখন, স্থির বল্‌তে পারিনি তবে আমার এও বিশ্বাস আছে সে কথা আপনি এখনই আপনার নিজের মুখ থেকেই বল্‌বেন। না বলে আপনার আর কোন উপায়ও নেই।"

প্রশান্তের কথায় গুণেনবাবুর মুখখানা কেমন যেন বিবর্ণ হইয়া গেল। প্রশান্ত যাহা বলিল সে কথার আমি একবিন্দুও অর্থ করিতে পারিলাম না। হীতেন্দ্রেরও আমারই অবস্থা—সেও অবাক হইয়া প্রশান্তের মুখের দিকে

চাহিয়াছিল। প্রশান্ত বলিতে লাগিল,—"দেখুন গুণেনবাবু, এটা একেবারে অকাট্য স্থির হয়েছে যে কাল সকালে একটা বৃদ্ধ গোছের লোক আপনার দপ্তরখানায় প্রবেশ করেছিল। এবং আপনার দপ্তর খানার টেবিলের দেরাজের ভেতর থেকে তার প্রয়োজনীয় কোন দলিল পত্র বের করবার চেষ্টা করেছিল।"

গুণেনবাবুর মুখের সে ভীতিপূর্ণ ভাবটা তখন অনেকটা সরিয়া গিয়াছিল,—"আপনার সত্যিই ক্ষমতা অদ্ভুত। তারপর।"

প্রশান্ত বলিতে লাগিল,—"তারপর আপনার সরকার তাকে সেই অবস্থায় দেখে—ছুটে গিয়ে ধরে—সেও তখন পালাবার অন্য উপায় না দেখে টেবিলের উপর থেকে ছুরিটা তুলে নিয়ে আপনার সরকারকে আক্রমণ করে। কিন্তু আপনার সরকারকে মেরে ফেলবার তার আদৌ ইচ্ছা ছিল না।

ঘটনাটা দৈবক্রমেই ঘটে গেছে। সহসা এই ব্যাপারে সেই লোকটী ভয়ে একেবারে হতভম্ব হয়ে পড়ে এবং তখনই ছুটে সেখান থেকে পালাবার চেষ্টা করে। কিন্তু দুঃখের বিষয় আপনার সরকারের সঙ্গে হুটোপাটীতে তার কয়েক গাছা চুল সরকার মহাশয়ের কাছেই থেকে যায়। তার দৃষ্টি শক্তি যে একেবারে না থাকার মধ্যেই ছিল তা তার ঐ কয়েক গাছা সাদা চুল থেকেই বোঝা যাচ্ছে দৃষ্টিশক্তি যদি থাকৃত নবে সে কথনই ঐ—চুল কটা মৃত ব্যক্তির হাতে রেখে যেত না—লোকটীর দৃষ্টি শক্তি কম— তাতে নূতন যায়গা—বেচারা একেবারে নাচার হয়ে পড়ে। পাছে সে ধরা পড়ে এই আশঙ্কায় সে যেদিক দিয়ে হয় ছুটে ঘর থেকে পালাবার চেষ্টা করে। কিন্তু তার দৃষ্টি শক্তির অভাবের জন্য সে যে দিক দিয়ে ঘরে প্রবেশ করেছিল সে দিক দিয়ে না বেরিয়ে অন্য দিকের দোর দিয়ে বেরিয়ে

পড়ে। কিন্তু যখন সে বুঝতে পারে যে সে ভুল রাস্তায় এসেছে তখন তার ফেরবার উপায় ছিল না। তার অবস্থা ত একরকম কানার মতই। তখন সে কি করে? সে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাক্‌তে পারে না—কাজেই তাকে অগ্রসর হতে হয়—এবং সে একেবারে বারান্দা পার হয়ে আপনার ঘরের ভেতর প্রবেশ করে। আপনার ঘরে আসবার তার আদৌ ইচ্ছা ছিল না কিন্তু অনুপায় হয়েই শেষ সে আপনার ঘরে প্রবেশ করেছিল।"

প্রশান্তের কথা শুনিয়া গুণেনবাবুর চোখের তারা দুইটা ঠিক্‌রাইয়া বাহির হইবার মত হইয়াছিল। প্রশান্ত নীরব হইবা মাত্র তিনি একেবারে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন,—হাসিতে হাসিতেই বলিলেন,—"প্রশান্তবাবু, আপনার অনুমান বিশ্লেষণ চমৎকার সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। কিন্তু শেষটুকু একটুকু গরমিল হয়ে

গেল। সেদিন যে আমি আমার ঘর থেকে এক মুহূর্ত্তের জন্যও বেরুইনি।"

প্রশান্ত গম্ভীর স্বরে বলিল,—"সে কথা আমার বিশেষ ভাবেই জানা আছে।"

গুণেনবাবু বেশ একটু অবাক ভাবে বলিলেন,—"এতো বেশ সুন্দর কথা। আমার ঘরে আমি বিছানার ওপর জাগ্রত অবস্থায় শুয়ে রইলুম—আর একজন লোক আমার ঘরে প্রবেশ কল্লে, আর আমি দেখ্‌তে পেলুম না। ঐন্দ্রজালিক বিদ্যা সে লোকের জানা না থাক্‌লে এমনটা কেমন করে হবে?"

প্রশান্তের সুর আরও গম্ভীর হইয়া উঠিল, —সে দৃঢ় স্বরে বলিল,—"এ কথা তো আমি একবারও আপনাকে বলি নি,—যে আপনি তাকে দেখ্‌তে পান নি। আপনি তাকে দেখেছিলেন, আপনার সে পরিচিত, আপনি তার সঙ্গে কথা কয়েছিলেন এবং আপনি তার পালাবার সাহায্য পর্য্যন্ত করেছেন।"

প্রশান্তের কথায় আমি তো একেবারেই অবাক হইয়া গিয়াছিলাম। প্রশান্ত এ বলে কি—এ সকল কথা সে জানিল কেমন করিয়া। কাল রাত্রি হইতে সে তো আমারই পাশে পাশে থাকে—এক দণ্ডও তো সে আমাদের ছাড়িয়া কোথায়ও যায় নাই। প্রশান্তের এই কথায় গুণেনবাবু আবার হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন,—বলিলেন,—"প্রশান্তবাবু, আপনি উন্মাদের মত কথা বল্‌ছেন—আপনার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। আমি তাকে পালাবার সাহায্য করেছি—বলেন কি মশাই? সে লোকটা এখন আছে কোথায়?"

গৃহের এক কোনে একটা প্রকাণ্ড কাঠের আলমারী ছিল,প্রশান্ত সেই আলমারীর দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বজ্র গম্ভীর স্বরে বলিল,—"সেই লোকটা এখন আপনার ওই কাঠের আল্‌মারীর ভেতর আছে—আমি তাকে

এখনই আপনার সম্মুখেই বের করে আনছি।"

প্রশান্তের কথা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে গুণেনবাবু বাম হস্তে চক্ষু চাপিয়া বালিসের উপর হেলিয়া পড়িলেন। তাহার এইভাবান্তরে আমি তো একেবারে অবাক হইয়া গেলাম। প্রশান্তের কথাগুলা আমার নিকট এতক্ষণ গল্পের মত ঠেকিতেছিল--কিন্তু গুণেনবাবুর মুখ চোখের ভীতিপূর্ণ ভাব দেখিয়া কথাগুলা এখন সত্য বলিয়াই মনে হইল। প্রশান্ত উঠিয়া আল্‌মারীর দিকে অগ্রসর হইতে যাইতেছিল—কিন্তু তাহাকে আর অগ্রসর হইতে হইল না—ঠিক সে সময় এক অদ্ভুতঘটনা সংঘটিত হইল। সেই আল্‌মারীর অর্দ্ধ উন্মুক্ত দ্বার খুলিয়া উন্মাদের মত এক শ্বেতশ্মশ্রু বৃদ্ধ আমাদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। সে বিকৃত কণ্ঠে বলিল,—"আপনি ঠিকই ধরেছেন—আমি এই আল্‌মারীর ভেতরেই ছিলুম।"

লোকটার বয়স ষাটের কম নহে। প্রশান্ত যেরূপ লোকটির বর্ণনা করিয়াছিল—ইহার চেহারা একেবারে হুবাহু তাহার সঙ্গে মিলিয়া যায়। লোকটীর যে দৃষ্টিশক্তি বিশেষ অল্প তাহা তাহার চাহিবার ভঙ্গি দেখিলেই স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। লোকটীর মাথার চুলগুলি উস্ক খুস্ক হইয়া গিয়াছে—মুখখানিও বিশেষ মলিন হইয়া পড়িয়াছে—তথাপি সে যে রূপবান তাহাতে সন্দেহ করিবার কিছুই নাই। তাহার চোখেরতারা দুইটার ভিতর হইতে কেমন যেন একটা জ্যোতি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছিল। লোকটি যে এমনভাবে আলমারীর ভিতর হইতে বাহির হইতে পারে ইহা তো আমি এক-বারের জন্যও ভাবিতে পারি নাই। তাহার এইরূপ সহসা আলমারীর ভিতর হইতে আবির্ভাবে আমরা সকলেই একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিলাম। প্রশান্তের এই

অদ্ভুত বিশ্লেষণ শক্তির প্রশংসা আমি শতসহস্র বার কেবলই মনে মনে করিতেছিলাম—আবার মনে মনে কেবলই প্রশ্ন করিতেছিলাম সে কেমন করিয়া জানিতে পারিল যে এই লোকটী আলমারীর ভিতর লুকাইয়া আছে। কাল হইতে আমি তাহার পার্শ্বে পার্শ্বে রহিয়াছি—সে যাহা শুনিয়াছে আমিও তাহাই শুনিয়াছি, সে যাহা দেখিয়াছে আমিও তাহাই দেখিয়াছি, কই আমার তো একথা একবারও মনে হয় নাই। সত্যই প্রশান্তের অদ্ভুত ক্ষমতা। লোকটির আবির্ভাবে বিস্ময়ে সমস্ত গৃহ একেবারে স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল—হীতেন্দ্রই প্রথমে সেই স্তব্ধতা ভঙ্গ করিল,—সে লোকটির মুখের দিকে চাহিয়া গম্ভীরভাবে বলিল,—"বড়ই দুঃখের সঙ্গে জানাতে হচ্ছে যে—মণিলালের খুনের অপরাধে আমি আপনাকে গ্রেপ্তার কর্‌লুম্—আপনি আমার বন্দী।"

লোকটী গর্ব্বিতস্বরে বলিল,—"হাঁ—আমি আপনার বন্দী। আমি যেখানে লুকিয়েছিলুম্ সেখান থেকে আপনাদের সমস্ত কথাই আমি শুনেছি এবং বুঝেছি আপনারা সত্য যা তা জান্‌তে পেরেছেন। আমি সত্যকথা আর গোপন কর্ব্বো না—গোপন করবার আর প্রয়োজনও নেই। সত্যিই আমি মণিলালকে খুন করেছি। কিন্তু আপনারা সত্যই বলেছেন খুন করবার আমার তাকে আদৌ ইচ্ছা ছিল না—দৈবক্রমেই সে মরে গেছে। সে আমাকে এসে যখন ধরে ফেল্‌লে তখন আমি নিজেকে বাঁচাবার জন্যে টেবিলের উপর থেকে হাতের সম্মুখে যা পেয়েছি তাই তুলে নিয়েছিলেম—যখন আমি সেইটা দিয়ে তাকে আঘাত করি তখনও আমার জ্ঞান ছিল না যে সেটা ছুরী। আমি যা বল্‌লুম এর ভেতর এক বিন্দুও মিথ্যে নাই।"

প্রশান্ত এক দৃষ্টে সেই লোকটীর মুখের

দিকে চাহিয়াছিল সে দৃঢ় স্বরে বলিল, "আপনি যা বলেছেন তা যে সত্যি তাতে আমার কোন সন্দেহ নাই। আপনার হাত পা কাঁপছে—অবস্থা ভাল বলে বোধ হচ্ছে না—আপনি ওইখানে একটু স্থির হ'য়ে বসুন।"

লোকটির সত্যই হাত পা কাঁপিতেছিল—তাহার মুখের রক্ত ক্রমেই যেন কেমন বিবর্ণ হইয়া আসিতেছিল। লোকটি আর দাঁড়াইতে পারিতেছিল না—সে কাঁপিতে কাঁপিতে গুণেনবাবুর বিছানার এক পার্শ্বে বসিয়া পড়িল। অতি কষ্টে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—"আর আমার বেশী সময় নেই। কিন্তু আগাগোড়া সমস্ত কথা আপনাদের না বলে আমি কিছুতেই স্থির হতে পাচ্ছি নে। আমারই কন্যাকে এই ভদ্রলোক বিবাহ করেছেন; আমরা বাঙ্গালী নই—আমরা বিহারী। ওর নাম, গুণেনবাবু নয়—ওর

আসল নাম যে কি তা আমি আপনাদের বল্‌তেও চাই নে।"

গুণেনবাবু ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া সেই লোকটির প্রতি চাহিতেছিলেন,—এতক্ষণে অতি কষ্টে হাত তুলিয়া মৃদুস্বরে বলিল,—রক্ষা করুন, রক্ষা করুন।

ছোট একটা জ্বালাপূর্ণ দৃষ্টিতে গুণেনবাবুর মুখের দিকে চাহিয়া সে গর্জ্জিয়া উঠিল,—"শয়তান—এখন কথা বল্‌তে তোমার লজ্জা কচ্ছে না। তোমার দ্বারা কারুর কোনদিন ভাল হয় নি—শত শত নিরপরাধী লোকের তুমি সর্ব্বনাশ করেছ। তুমি আমার কন্যার স্বামী তোমাকে আমি অভিসম্পাত দিতে চাই নে—ভগবান তার বিচার কর্ব্বেন। আমি আপনাদের বল্‌ছি—আমি এর—বিবাহিত পত্নীর পিতা কিন্তু কেমন করে এর সঙ্গে আমার কন্যার বিবাহ হ'লো এইবার সেটা শুনুন।"

গুণেনবাবু তাঁহার শ্বশুরের দিকে একটা করুণ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া বলিলেন,—"আপনি চিরকালই আমার প্রতি কৃপা করেছেন— আমি আপনার জামাতা—আমায় কৃপা করুন।"

লোকটি আবার একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—"তোমায় দয়া করাই উচিত। আর আমার বেশী সময় নেই—আমার কথা জড়িয়ে আস্ছে—শুনুন। আমি বড় ভাল লোক ছিলেম না। আমার এক দল ছিল— সেই দলের কাজই ছিল চুরি করা। ইনিও ছিলেন্ সেই দলের একজন। আমার মেয়ে এই কাজ ছেড়ে দেবার জন্যে পয় পয় আমাকে বলেছে কিন্তু আমি তার কথা শুনিনি।— তার সাজাও আমি যথেষ্ঠ পেয়েছি।

ইনি ছিলেন সেই দলেরই একজন। এর কাজ ছিল দলের এক পোদ্দারের দোকান চৌকি দেওয়া। সেটা নামমাত্র দোকান

ছিল—তার কাজ ছিল—চুরি করে এরা যে সব মাল নিয়ে আস্‌তেন—রাত্রে সেইখানে এনে গালান হ'তো। একে সেখানে লোকে পোদ্দার বলেই জান্‌ত তাই কেউ কোন সন্দেহ কর্ত্তো না। এ বুড়ো বটে—কিন্তু দলের মধ্যে এর চেয়ে শয়তান আর কেউ ছিল না। এইরূপ অনেক স্ত্রীলোকের—সর্ব্বনাশ করেছে—শেষ এর দৃষ্টি আমার মেয়ের ওপর পড়ে। এখন আমাকে ওর সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে দিতে বলে—কিন্তু আমি তাতে কিছুতেই সম্মত হই না। কিন্তু শেষ দলবল নিয়ে একবার চুরি কর্ত্তে গিয়ে এমন কত্তে হল যে একজন খুন হয়ে যায়। সেবার এও সঙ্গে ছিল। এ একটা স্ত্রীলোকের ওপর অত্যাচার কর্ত্তে যায়—সে নিজেকে এই শয়তানের হাত থেকে রক্ষা করবার জন্যে একে একটা লাঠি দিয়ে আঘাত করে—এ তাই

সেই লাঠী কেড়ে নিয়ে তাকে এমনি সজোরে মাথায় আঘাত করে,যে তাতেই তার মৃত্যুহয়।

পুলিশের, আমার ও আমার দলের ওপর বিশেষ দৃষ্টি ছিল—তারা এই খুন ও ডাকাতি আমার দলের দ্বারাই হয়েছে এই অনুমান করে, কিন্তু প্রমাণ অভাবে আমাকে গ্রেপ্তার কর্ত্তে পারে না। সেই সময় এই শয়তান আমাকে ভয় দেখিয়ে এক পত্র লেখে যে আমি যদি আমার মেয়ের সঙ্গে এর বিয়ে না দিই তা'হলে সে সমস্ত কথা পুলিশকে বলে ফাঁসিয়ে দেবে। আমি এই কথায় বিশেষ ভয় পেয়ে গেলুম এবং এই শয়তানের কথায় সম্মত হ'য়ে এই শয়তানের মুখ বন্ধ করবার জন্যে তাড়াতাড়ি এই শয়তানের সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে দিলুম। সে আজ ছ'সাত বৎসরের কথা তখন আমার বয়স চোদ্দ কিংবা পনের। কিন্তু এ এত বড় শয়তান—বিয়ের পরেই সে পুলিশের সঙ্গে

ষড়যন্ত্র করে আমায় ফাঁসিয়ে দেয়। এক বৎসর পরে বিচার হয়—বিচারে আমার দ্বীপান্তর বাসের হুকুম হয়।

এই এক বৎসর হল আমি দ্বীপান্তর হইতে আসিয়াছি। আসিয়াই আমি এই শয়তানের সন্ধান করিয়াছি। দ্বীপান্তরে আমার এমন দিন কাটে নাই যে আমার কন্যার কথা আমার মনে না হইয়াছে—আমার এই অভিশপ্ত জীবনে তাহার মুখ চাহিয়া আমি যাহা কিছু শান্তি পাইতাম, আর তাহাকে হারাইয়া তাহার স্মৃতিটুকু সার করিয়াই আমি কোন ক্রমে বাঁচিয়াছিলাম। এখানে আসিয়া অনেক সন্ধান করি কিন্তু কোন খোঁজ খবরই পাই না। তারপর আমার দলেরই এক-জনের নিকট হইতে জানিলাম আমার এক-মাত্র দুহিতা, আমার যথাসর্ব্বস্ব হৃদয়ধনকে এই নরাধম হত্যা করিয়াছে—অনাহারে অনশনে সে দেহত্যাগ করিয়াছে।"

বৃদ্ধের দুই চক্ষু হইতে জলধারা গড়াইয়া পড়িল, অতি কষ্টে সে নিজেকে সংযত করিয়া বলিল,—

তারপর আমি জানিতে পারি, সেই অভাগিনী একটি পুত্র সন্তান রাখিয়া যায়—এই শয়তান তাহাকেও জলাঞ্জলি দিতে প্রস্তুত হইয়াছিল, কি ভাবিয়া পিতৃমাতৃহীন অনাথ বলিয়া পরিচয় দিয়া তাহাকে অনাথ আশ্রমে পাঠাইয়া দেয়। আজ আমার মৃত দুহিতার একমাত্র স্মৃতি সেই বালকের পিতৃ পরিচয় নাই—বিবাহ সংক্রান্ত যাহা কিছু চিঠীপত্র প্রমাণ ছিল সেও এই নরাধম রাখিয়া দিয়াছিল। একবার সেই বালকের সঙ্গে দেখা করিলাম, তাহার পরই প্রতিজ্ঞা করিলাম যেমন করিয়া হউক সেই প্রমাণ আমি উদ্ধার করিব। আমি এখন বৃদ্ধ হইয়াছি, দেহে সে শক্তি ও সে তেজ নাই। প্রতিহিংসা লইবার প্রবৃত্তিও আর নাই। কিন্তু যাহা

আমি উচিত মনে করিয়াছি, যাহার জন্য, আমি জানি, একটা জীবন চিরদিনের জন্য সমাজ কর্ত্তৃক লাঞ্ছিত হইব, তাহা দূর করিতে আজ এ বয়সেও আমি পরাঙ্মুখ নই। একদিন এই আমি একাই কত অসম সাহসিকের কার্য্য করিয়াছি! যদিও দেহে ও মনে সে তেজ, সে বল নাই তথাপি এতদিন যাহা মিথ্যার জন্য করিয়া আসিয়াছি—আজ কি সত্যের জন্য তাহার এক অংশও করিতে পারিব না? আমার লুপ্ত বীর্য্য আবার ফিরিয়া আসিল। সেই প্রমাণ-পত্রগুলি উহার দেরাজের মধ্যে ছিল—আমি সব কালই শেষ করিব ভাবিয়াছিলাম তবে চোখে আর সে তেজ নাই, তাই দু'একটা ভুল চুক হইয়া গিয়াছিল।"

গুণেনবাবু কাতরকণ্ঠে আবার বলিয়া উঠিলেন,—"আমার প্রতি দয়া কর।"

লোকটির কেমন যেন একটা অব্যক্ত যন্ত্রণায়

হাত পা মুচ্‌ড়াইয়া আসিতেছিল। সে যন্ত্রণায় অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া আবার বলিল,—"না—না—আমি সব না বলে আর শান্তি পাব না। আমি সেই চিঠিপত্র সংগ্রহ কর্‌বার জন্যে একদিন রাত্রে আবার এই শয়তানের বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হই—কিন্তু গিয়ে দেখি—বাড়ীতে কেউ নেই। এর পোদ্দারের দোকান উঠে গেছে। সন্ধান নিয়ে জান্‌তে পারি—এই শয়তান দোকান তুলে দিয়ে বাড়ী ঘর দোর বিক্রী করে কোথায় চলে গেছে। সেই থেকে আমি এর সন্ধান কর্ত্তে আরম্ভ করি—অনেক সন্ধানের পর শেষ এই হুগ্‌লীতে শয়তানের সন্ধান পাই। এবং মরিয়া হয়ে সেই চিঠিপত্র নেবার জন্যে এর দপ্তরখানায় প্রবেশ করি। চিঠিপত্র পেতে আমায় বেশী কষ্ট পেতে হয় নি—আমি দপ্তরখানায় প্রবেশ করে আমার কাছে যে চাবী ছিল তাই দিয়ে টেবিলের দেরাজ

খুলে ফেলি—দেরাজ খোলামাত্রই সেই চিঠিপত্রগুলো আমি সম্মুখেই দেখ্‌তে পাই। সেগুলো নিয়ে আমি দেরাজ বন্ধ কর্ত্তে যাচ্ছিলুম—সেই সময় একটা লোক এসে আমাকে পিছন থেকে ধরে ফেলে। তখন আমি মরিয়া—কাজেই হাতের সাম্‌নে যা পাই তাই দিয়েই তাকে আঘাৎ করে পালাবার চেষ্টা করি। এই লোকটার সঙ্গে পূর্ব্বদিন সন্ধ্যার সময় আমার দেখা হয়—তখন আমি বৃদ্ধ স্ত্রীলোকের বেশে সন্ধান নিচ্ছিলুম এখানে গুণেনবাবু থাকেন কি না—অনেকদিন চোর ডাকাতের দলে থাকার জন্য এরূপ ছদ্মবেশে আমরা খুবই পটু ছিলাম।

প্রশান্ত গম্ভীরভাবে বলিল,—"আমিও এই কথাই অনুমান করেছি। সরকার ফিরে এসেই সে কথা একে বলেছিল—একজন স্ত্রীলোক তাঁর সন্ধান করছিল। তারপর সে ''বার সময় এই বুড়ো স্ত্রীলোকটিকে সেই বৃদ্ধা

স্ত্রীলোক বলে চিন্তে পেরে চীৎকার করে উঠে-ছিল—"কর্ত্তাবাবু—কর্ত্তাবাবু—এ সেই বুড়ো স্ত্রীলোক"—

লোকটা বলিতে লাগিল,—"তা হবে। সে পড়ে যাবামাত্র আমি ভয় পেয়ে যাই এবং ছুটে ঘর থেকে পালাবার চেষ্টা করি। কিন্তু চোখের আমার আর সে তেজ নাই। কাজেই আমি ভুল রাস্তায় গিয়ে পড়ি—ও একেবারে এই নরাধমের ঘরে গিয়ে উপস্থিত হই। আমাকে দেখে এই শয়তান প্রথমে খুবই ভয় পেয়ে যায়। তারপর পাছে আমি পুলিশের হাতে পড়লে সব কথা প্রকাশ করে দিই এই ভয়ে আমাকে এই আলমারীর ভেতর লুকিয়ে রাখে। আমার সময় শেষ হয়ে এসেছে—এই নিন্ সেই চিঠি-পত্র—এই চিঠিপত্রগুলি অনাথ আশ্রমের অধ্যক্ষকে দিলেই আমার জীবনের কাজ শেষ হয়ে যায়—আশা করি মনুষ্যত্বের দিক

চেয়ে এটুকু উপকার আপনার নিকট হতে প্রত্যাশা করতে পারি। আমার কর্ত্তব্য শেষ হয়েছে—উহুঃ আর পাচ্ছিনি—"

লোকটি শয্যার উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া গেল। সে যে চিঠির বাণ্ডিলটা ফেলিয়া দিয়াছিল সেটা গুণেনবাবু তাড়াতাড়ি তুলিয়া লইতে যাইতেছিলেন কিন্তু প্রশান্ত সেগুলা তাঁহার হাত হইতে কাড়িয়া লইল।

প্রশান্ত ব্যস্তভাবে বলিল,—হীতেন, ওই লোকটার হাতে একটা কি ছোট শিশি রয়েছে ওটা কেড়ে নাও, উনি বোধ হয় বিষ খাবার চেষ্টায় আছেন।

লোকটা কষ্টে আবার একটু মুখ তুলিল,—"আর কিছু কেড়ে নেবার প্রয়োজন নেই। সে কাজ শেষ হয়েছে। আমি আলমারীর ভেতর থেকে বেরুবার আগেই বিষ খেয়েছি। এই বিষের শিশি আমার সঙ্গে সঙ্গেই থাকে,

জানি—একদিন সেই আমার পরম বন্ধুর কাজ কর্ব্বে।”

লোকটীর সমস্ত দেহ অসাড় হইয়া আসিতেছিল—নিশ্বাস ঘন ঘন পড়িতে আরম্ভ করিয়াছিল—তাহার শিথিল হস্ত হইতে সেই ক্ষুদ্র শিশিটা খসিয়া মেজের উপর পড়িল।

প্রশান্ত একটা গাঢ় দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—“ব্যস্—সব শেষ। হীতেন তোমার হত্যাকারীকে জীবিত অবস্থায় ধরে দিতে পারলুম না এইটাই যা দুঃখের। গুণেনবাবু প্রায় কেটে উঠেছিলেন কিন্তু ধর্ম্মের কল বাতাসে নড়ে। তাই চুলগুলো শক্ত করে ধরবার সময় ছিনিয়ে নিতে পেরেছিল।

হীতেন, তুমি আমায় যখন বলেছিলে হত্যাকারী হত্যা করে বাগানের রাস্তা দিয়ে খুব সাবধান ঘাসের ওপর দিয়ে পথ ধরে চলে গেছে। তখনই আমি সে কথা মোটেই বিশ্বাস করি নি। যার চোখ এত

ভাল সে কখনও চুলগুলি মৃত ব্যক্তির হাতে রেখে যেত না। তখনই আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছিল—হত্যাকারী কখনই বাড়ী থেকে বেরিয়ে যায় নি—সে নিশ্চয়ই বাড়ীর ভেতরই আছে। দপ্তরখানা ঘরে তিনটা দরজা—সে দৃষ্টি শক্তির অভাবে ভুলে অন্য দরজা দিয়ে বেরুনো বিচিত্র নয়। বাগানের দরজা দিয়ে যখন সে বেরুইনি তখন সে কোন দরজা দিয়ে বেরুতে পারে? উঠোনের দিক দিয়ে সে যায়নি কারণ সেখানে যে আলো দিচ্ছিল—তা'হলে সে দেখ্তে পেত। বাকি রইল এক গুণেনবাবুর ঘরের দিকের দরজা—তাহলে বুঝতে হবে সে সেই দিক দিয়েই গেছে। আমি গুণেনবাবুর ঘরে প্রথম এসে তাই বিশেষভাবে লক্ষ্য করছিলুম ঘরে লুকিয়ে থাকবার মত কোন স্থান আছে কি না? দেখ্লুম ওই কাঠের আলমারী ছাড়া লুকিয়ে থাক্বার আর কোন

স্থান এ ঘরে নেই। কাজেই আমি বুঝেছিলুম—হত্যাকারী যদি গুণেনবাবুর ঘরে থাকে তাহ'লে এই আলমারীর ভেতরই লুকিয়ে আছে। তাই আমি সেটা স্থির নিশ্চিত হবার জন্যেই বামুনঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করেছিলুম তোমার বাবু খায় কি রকম? যখন বামুন ঠাকুর বল্‌লে বাবু খান মন্দ নন কিন্তু কাল সকাল থেকে তার খাওয়া একেবারে ডবল হয়ে গেছে তখন আর আমার বুঝতে কিছু বাকি রইল না কাল থেকে আবার একজনকে আহারের ভাগ দিতে হচ্ছে—কাজেই খাওয়া ডবল হতেই হবে। এ অতি সহজ ব্যাপার। যার একটু চিন্তাশক্তি আর দর্শনশক্তি আছে সেই এটা অতি সহজেই অনুমান করে নেবে। তারপর চুল দেখেই বুঝেছিলাম এ কোন বৃদ্ধ স্ত্রীলোক নয়। যাক্ তাহ'লে হীতেন, এখন আমরা বিদায় হই। কাল আমি তার সঙ্গে দেখা কর্ব্বো। এখন তুমি

তোমার আসামীদের ব্যবস্থা করো। আমাকে এখনই আবার এই কাগজগুলো নিয়ে অনাথ আশ্রমের অধ্যক্ষের নিকট যেতে হবে।"

দরজায় যে কনেষ্টবল মোতায়েন ছিল—হীতেনের আদেশে সে থানায় সংবাদ দিতে ছুটিয়াছিল। আমরা যখন গুণেনবাবুর বাড়ী পরিত্যাগ করিবার জন্য উঠিতেছিলাম সেই সময় স্থানীয় দারোগা সদল বলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রশান্তের চিন্তাশক্তি ও দর্শনশক্তির প্রশংসা সকলেই একমুখে করিতে লাগিল। আমিও এতদিনে বুঝিলাম পুলিশে প্রশান্তের এত সম্মান কেন?

ঔষধের নাম ।	মূল্য ।
ঘা ধুইবার ঔষধ	দুই আনা
ধাতুপোষক বটিকা	এক টাকা চারি আনা
পুরাতন ম্যালেরিয়ার বড়ী	দশ আনা
অজীর্ণের ট্যাব্‌লেট্	এক টাকা আট আনা
কুইনাইন ট্যাব্‌লেট্	চৌদ্দ আনা
শিরঃ-পীড়ার ট্যাবলেট্	বার আনা
প্লেগের বটিকা (ছোট কৌটা)	বার আনা
প্লেগের বটিকা (বড় কৌটা)	এক টাকা দুই আনা
জোলাপের বটিকা	নয় আনা
পিপারমেণ্টের তৈল	এক টাকা দুই আনা
পিপারমেণ্টের ফুল	বার আনা
পুদিনার আরক	বার আনা
ক্লোরোডিন	আট আনা
নমুনার বাক্স	দুই টাকা
চর্ম্মরোগের ঔষধ	বার আনা
লাল সরবৎ	এক টাকা
স্ত্রীরোগের ঔষধ	এক টাকা আট আনা
দন্তশূলের ঔষধ	আট আনা
সুগন্ধযুক্ত রেড়ীর তৈল	বার আনা
চন্দনের তৈল	চৌদ্দ আনা

ঔষধের নাম।	মূল্য।
যোয়ানের তৈল	আট আনা
শুঁটের তৈল	বার আনা
মৌরির তৈল	ছয় আনা
দারুচিনির তৈল	বার আনা
লবঙ্গের তৈল	আট আনা
লেবুর তৈল	ছয় আনা
ল্যাবেণ্ডার তৈল	চৌদ্দ আনা
আসল এলাইচের তৈল	বার আনা
থার্ম্মোমিটার, ইংরাজী	তিন টাকা
হিন্দি, উর্দ্দ	তিন টাকা
পিচকারী	চারি আনা



মিসর কুমারী প্রণেতা—
শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন দাসগুপ্ত প্রণীত

নাদির শাহ্

মহাসমারোহে মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত হইতেছে। মূল্য—১৷৹।

শ্রীমনোজমোহন বসু প্রণীত

রেশমী রুমাল

রঙ্গ-নাটিকা। (মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত)

মিঃ জে, এন, গুপ্ত, এম, এ, আই, সি, এস, প্রণীত

মণীষা

নাটক। (মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত)

শ্রীযুক্ত রাধাকমল মুখোপাধ্যায় এম, এ, পি, এইচ, ডি, পি, আর, এস, প্রণীত

নিদ্রিত নারায়ণ

নূতন ধরণের সামাজিক রূপক নাটক।
এরূপ নাটক বাঙ্গালা ভাষায় প্রায় দেখা যায় না। তিনখানি তিনরঙ্গা ছবি আছে।
সুন্দর বাঁধাই—মূল্য ১৷৹ আনা।